ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-290 ■ 30 July, 2025 ■ আগরতলা ৩০ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা ও অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে বিরোধীদের প্রশ্নবাণ

প্রধানমন্ত্রীর কড়া জবাব, 'কংগ্রেস পাকিস্তানের স্ক্রিপ্টে চলছে, সেনার মনোবল ভাঙছে

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

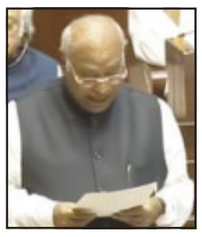

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ।। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় সংসদে বিরোধী বাণে বিদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাতা হিসেবে রুখে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঝাঝালো জবাব, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে সংসদে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেসকে তুলোধুনা করে ছাড়লেন তিনি। পহেলগামে হামলার জবাবে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মোদীর বিস্ফোরক দাবি, কংগ্রেস পাকিস্তানের স্ক্রিপ্টে চলছে এবং প্রতিনিয়ত সেনা বাহিনীর মনোবল ভাঙছে। প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষ, কংগ্রেস আজ পাকিস্তানের রিমোট কন্টোলে চলছে। যারা অপারেশন সিঁদুরকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছে, তারা দেশের সেনাদের অপমান করেছে। সাথে তিনি সাফ জানিয়েছেন, বিশ্বের কোন নেতা ভারতকে পাকিস্তানের উপর হামলা বন্ধ করতে বলেননি। তাঁর দাবি, কংগ্রেসের ইতিহাস বরাবরই সেনাবাহিনীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাবই দেখিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, কংগ্রেস সরকার কখনও কারগিল বিজয় দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করেনি। ডোকলাম সংঘাত ও অন্যান্য নিরাপত্তা ইস্যুতেও কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মোদী। তাঁর বিদ্রুপ, কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। কমা ও ফুলস্টপ পর্যন্ত এক।

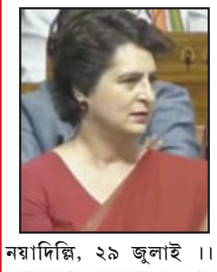

পহেলগাম হামলার পর জঙ্গিদের পাকিস্তানি নাগরিক প্রমাণে কংগ্রেসের প্রমাণ চাওয়াকেও পাকিস্তানি প্রোপাগান্ডার পুনরাবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, যখন প্রমাণ দেওয়া হয়, তখনও তারা প্রশ্ন তোলে। প্রমাণ না থাকলে কী করত?

এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর গলায় দাবি করেন, ২২ এপ্রিল পাহেলগাম হামলার ঠিক ১৪ দিন পর ৬-৭ মে রাতে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী অপারেশন সিঁদুর চালায় এবং মাত্র ২২ মিনিটে প্রতিশোধ সম্পন্ন হয়। তিনি আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, ভারত এখন নিজের নিয়মে প্রতিশোধ নেয়। তিনি জানান, পাকিস্তান থেকে ছোঁড়া প্রায় ১,০০০টি মিসাইল ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মাঝ আকাশেই ধ্বংস করেছে। এই ঘটনা ভারতীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উদাহরণ দিচ্ছে। আজ প্রতিটি ভারতীয়ের গর্বিত হওয়া উচিত, মন্তব্য মোদীর।

মোদী বলেন, ওয়াহওয়ালপুর ও মুরিদকে-র মতো গুরুত্বপূর্ণ সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। পাকিস্তানের একাধিক বিমানঘাঁটিও আজ অকার্যকর হয়ে পড়ে রয়েছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল এখন আর কাজ করে না। আমরা প্রমাণ করেছি, যারা সন্ত্রাসে সাহায্য করে, তারাও নিশানা হবে।

তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন, এটাই নতুন ভারত। অপারেশন সিঁদুর ছিল ভারতের আত্মনির্ভরতা ও কৌশলগত অগ্রগতির প্রতীক। তিনি জানান, দেশেই তৈরি ড্রোন ও মিসাইল ব্যবহার করে গভীরভাবে পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়। মোদী এদিন সুর চড়িয়ে বলেন, আজ পাকিস্তানে বসে থাকা জঙ্গি নেতারাও জানে, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পহেলগামে হামলা

অপারেশন সিঁদুরের পেছনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ।। মঙ্গলবার লোকসভায় এক বিস্ফোরক ভাষণে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি এবং সরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে দেশের নিরাপত্তা এবং সেনাবাহিনীর মনোবল ক্ষুন্ন করেছে।

লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল বলেন, আপনারা পাকিস্তানকে আগেই বলে দিয়েছিলেন যে আমরা সামরিক স্থাপনায় আঘাত করব না, আমরা উত্তেজনা চাই না। এটা কি যুদ্ধ করার মানসিকতা? তিনি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে উত্তপ্ত সংদস খাড়্গের নিশানায় কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই।। সংসদের মনসুন অধিবেশন আজ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পাহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা এবং "অপারেশন সিন্দূর" নিয়ে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে তীব্র বাগ্‌যুদ্ধ চলে। রাজ্যসভায় বিরোধীদলীয় নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে সরকারের 'ভুল' এবং সন্ত্রাসী হামলা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ।। লোকসভায় মঙ্গলবার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা এক তীব্র ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করেন। ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম এলাকার বৈসারান ভ্যালিতে ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রিয়াঙ্কা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিপ্লবকে চিঠিতে জানালেন গড়করি

রাজ্যে চলমান ১১টি সড়কের কাজের গুণমান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে

নিতিন গডকরী
NITIN GADKARI

Minister
Road Transport and Highways
Government of India

25th July 2025

Dear Shri Biplab Kumar Deb Ji,

With Regards,

Yours,
Nitin Gadkari

Shri Biplab Kumar Deb
Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha)
86 Talkatora Road, North Avenue,
New Delhi - 110001

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির সাথে সাক্ষাৎ করে সংশ্লিষ্ট মন্তকের অধীন ত্রিপুরায় চলমান ১১টি কাজের বর্তমান অবস্থা ও গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি বেশ কিছু দাবি উত্থাপন করেছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আজ বিপ্লব কুমার দেবকে চিঠির মাধ্যমে তাঁর উত্থাপন করা বিষয়গুলির অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি। যেখানে নেশান্যাল হাইওয়ে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আশারামবাড়ি ঘটনায় গ্রেপ্তার মথার কর্মীদের মুক্তির দাবিতে থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। আশারামবাড়ির রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার মথা সমর্থকদের মুক্তির দাবিতে খোয়াই চাম্পাহাওর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো তিপ্রা মথা সমর্থকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে থানা চত্বর।

মথা কর্মীদের মুক্তির দাবিতে থানার বাইরে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয় বিক্ষোভকারীদের। থানার মূল ফটক বন্ধ করে থানার বাইরে আটকে দেওয়া হয় বিক্ষোভকারীদের। সেখানেই বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলতে থাকেন তিপ্রা মথা কর্মীরা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা থানা চত্বর। ঘটনাস্থলে মোতায়ন করা হয়েছে, বিশাল পুলিশ বাহিনী।

উল্লেখ্য, গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের শ্রবণ কর্মসূচিতে হামলা চালিয়েছে তিপ্রা মথা দলের সমর্থকরা।

আশারামবাড়ী পূর্ব তকছাইয়া এডিসি ভিলেজের ৩০ নম্বর বুথে স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির মান কি বাত অনুষ্ঠান শোনা হচ্ছিল। তখনই হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন দুষ্কৃতিকারী সেখানে প্রবেশ করে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ৭ জন বিজেপি কর্মী। ভাংচুর করা হয়েছে গাড়ি। বিজেপির তরফে ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ তিনজন তিপ্রা মথা কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও।

সেই রাজনৈতিক সংঘর্ষে গ্রেপ্তার মথা কর্মীদের মুক্তির দাবিতেই এদিন থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় মথা সমর্থকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানা চত্বর মুহূর্তেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়ন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশকর্মী, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুলাই।। রাজ্য পুলিশকে বেধরক পেটালেন এক মহিলা হোটেল ব্যবসায়ী। গুরুতর আহত অবস্থায় পুলিশ আধিকারিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় ছিঃ ছিঃ রব বইছে সর্বত্রই। ঘটনা উত্তর জেলার বাগবাসা থানাধীন শনিছড়া টাটা মোটরসের সার্ভিসিং সংলগ্ন এলাকায়।

জানা যায়,গত সোমবার রাত দেড়টা নাগাদ বাগবাসা থানার সাব ইন্সপেক্টর শিবু রঞ্জন দেবনাথ টিএসআর বাহিনী নিয়ে রাত্রিকালিন প্রহরায় বের হন। এমন সময় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে একটি লরি বাঁক নিতে গিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। তা খতিয়ে দেখতে শিবু বাবু সেখানে যান।

এমনসময় শনিছড়ার দিক থেকে এক ব্যক্তি বাইক নিয়ে আসছিলো, তখন পুলিশ বাইকটি আটক করে কাগজ দেখাতে বলে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি কাগজ দেখাতে না পেরে আকাশ দাস নামে অপর এক যুবককে ফোন করে। তখন টিআর০৫ত্ত ই ত্ত ৪৭০৯ নম্বরের একটি পালসার বাইক নিয়ে আকাশ দাস ও মা অপর্না দাস ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং পুলিশের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ আটক যুবককে থানায় নিয়ে যেতে চাইলে তার মা অপর্ণা দাস সাব-ইন্সপেক্টর শিবু রঞ্জন দেবনাথকে লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ।

সঙ্গে ওনার ছেলে আকাশও মিলে উনাকে বেধড়ক মারপিট শুরু করে।

তখন চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আশপাশের লোকজনরা বেরিয়ে আসে। টিএসআর বাহিনী মহিলাকে আটকাতে চাইলেও ব্যর্থ হয়। তখন খবর পেয়ে বাগবাসা থানার নবাগত ওসি সূর্য্যকান্ত জমাতিয়া ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আহত শিবু রঞ্জন দেবনাথকে শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। এদিকে রাতেই দুই অভিযুক্ত মা ছেলেকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে ১৪/২৫ নম্বরে ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩২/১২১(২)/১০৯/৩(৫) ধারায় মামলা রুজু করা হয়। মঙ্গলবার তাদের ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এক রাজনৈতিক দলকে সুবিধা দিতে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন, অভিযোগ আশীষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ভারত সরকার দ্বারা প্রদত্ত পরিচয় পত্রকে মানতে নারাজ ভারতের নির্বাচন কমিশন। এক রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন করছে নির্বাচন কমিশন। এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

তিনি বলেন, বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে বৈঠক ভোটারদের বাদ দেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সেই সংশোধন তালিকায় কোন এক রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের নামই থাকছে। গোটা দেশজুড়ে এর বিরোধিতা চলছে। বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করছেন। এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে ভারতের নির্বাচন কমিশন ভারত সরকার দ্বারা প্রদত্ত পরিচয় পত্রকে মান্যতা দিচ্ছে না। এটি সংবিধান বিরোধী। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অমান্য করে এই সংশোধন প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

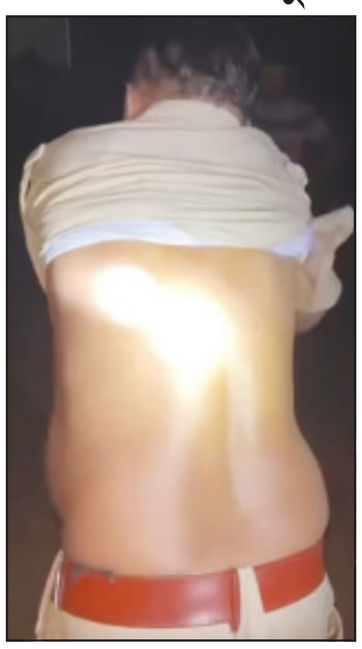

তিনি আরো বলেন, আসাম রাজ্যে ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে। ত্রিপুরাতেও ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য দাবী জানাচ্ছেন আঞ্চলিক দলের সুপ্রিমো। কিন্তু এরাজ্যে যারা গরীব দিনমজুর, এমনকি উপজাতি অংশের একাংশ রয়েছেন যারা ভারতের নাগরিক কিন্তু বর্তমানে তারা জন্মের কাগজপত্র দেখাতে সক্ষম হবেন না। আর ভারত সরকার দ্বারা প্রদত্ত যে পরিচয় পত্রগুলি রয়েছে সেগুলিকে নির্বাচন কমিশন অস্বীকার করছে। ফলে দেখা যাবে একটা বড় অংশের জনগণ এই সংশোধনের ফলে তাদের নাগরিকত্ব হারাবেন। অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্যে বসবাস করার বিরোধিতা কংগ্রেস করছে। কিন্তু যারা ভারতের নাগরিক তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের সংশোধনের মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের তীব্র নিন্দা জানানো হচ্ছে বলে জানান আশীষ কুমার সাহা।

তিনি আরো বলেন, নির্বাচন কমিশনের আসল দায়িত্ব শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। কিন্তু গোটা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

হঠাৎই ধ্বসে পড়ল বসতঘর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুলাই।। মঙ্গলবার চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত রামছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের রাঙ্গাপানিয়া চৌমুনী এলাকার নিবাসী অনিল বর্মনের বসতঘর শনিবার রাত্রি দুইটার সময় নালার জলের অস্বাভাবিক গতির ফলে ধ্বসে পড়ে যায়। তবে বসতঘর ধ্বসে পড়ার খবর পেয়ে ঘটনা পরিদর্শনে গিয়ে চড়িলাম ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৃর্তিকা সাহা ও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি গোপীনাথ সাহা সহ কংগ্রেস দলের অন্যান্য কর্মীরা। অনিল বর্মনের বাড়িতে ছুটে যায় এই প্রতিনিধি দলটি। খোঁজখবর নেওয়ার পর অনিল বর্মনের পরিবারকে প্রশাসনিকভাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় সহযোগিতা করার জন্য আশ্বস্ত করেন।

অভিমানী ছাত্রীর মৃত্যু, ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার নির্দেশ অনুসারে বিলোনিয়ার তৃষা মজুমদারের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তক্রমে গঠিত হলো ৩ সদস্যের তদন্তকারী কমিটি।

বিলোনিয়া রাজনগর ব্লকের বড়পাথড়ি সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা গণধর্ষিতা অভিযুক্ত দুই যুবক থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। : দুই যুবকের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক নাবালিকা। পাড়ার দোকানে যাবার পথে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওই দুই যুবক। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

তিন মাস ধরে বন্ধ পঞ্চায়েতের কাজকর্ম, প্রতিবাদে সরব সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় তিন মাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে। নতুন নির্বাচিত প্রধান ও উপপ্রধান শপথ গ্রহণ করলেও দায়িত্ব নিতে পারছেন না, যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাথমিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তাই সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে ব্লক দফতর ঘেরাও করে দ্রুত দায়িত্বপ্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিআই(এম) ৭টি এবং বিজেপি ৬টি আসনে জয়ী হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় সিপিআইএম এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রায় এক বছর ধরে পঞ্চায়েত কার্যক্রম চালায়। প্রায় তিন মাস আগে সিপিআই(এম)-এর এক সদস্য আর্থিক লোভে বিজেপির দিকে সরে গিয়েছিলেন। অনাস্থা ভোটে প্রধান ও উপপ্রধান পদ হারান, এবং সদস্যপদ বাতিল হয়। ১৬জুন নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে মমতা বেগম পঞ্চায়েত প্রধান,আব্দুল বাছিত উপপ্রধান নির্বাচিত ও শপথ গ্রহণ করেন। তবে শপথগ্রহণের প্রায় ২০ দিন পেরিয়ে গেলেও তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ শুরু করতে পারেননি। যার ফলে স্থানীয়রা রেগা প্রকল্প, ফ্যামিলি কপি, ট্রান্সফার ও অন্যান্য জরুরি সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসে লিখিত ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৩০ জুলাই, ২০২৫ ইং
১৩ শ্রাবণ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিদ্যাসাগর হোক নবীন প্রজন্মের পথে প্রদর্শক

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবস ২৯ জুলাই। এই মহান শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক ৭০ বছর বয়সে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রতি বছর এই দিনে বাঙালি জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁহার প্রয়াণ দিবস পালন করে।বিদ্যাসাগর ছিলেন উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁহার আসল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানসাগরের মতো গভীরতার জন্য তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন।বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন ছিল কিছুটা নিঃসঙ্গ। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ভালো ছিল না এবং তিনি নারায়ণচন্দ্রকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়াছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আরও একা হইয়া পড়েন। নাগরিক জীবনের কোলাহল থেকে দূরে, শেষ জীবনে তিনি শান্তির খোঁজে বর্তমান ঝাড়খণ্ডের কার্মাটাঁড়ে (বর্তমানে যার নাম বিদ্যাসাগর) চলিয়া যান। সেখানে তিনি সাঁওতাল আদিবাসীদের সাথে সময় কাটাইতেন, তাহাদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন এবং তাহাদের শিক্ষাদানের জন্য একটি স্কুলও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ সেবা এবং মানবপ্রেমের পরিচয় মিলে তাঁআর শেষ জীবনের এই অধ্যায়ে।বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবস শুধুমাত্র একটি তারিখ নয়, এটি তাঁহার কর্ম ও আদর্শকে স্মরণ করিবার দিন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কিছু অবদান হইলো তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যাহার মধ্যে বেথুন স্কুল অন্যতম। তিনি মনে করিতেন শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের অন্ধকার দূর করা সম্ভব।বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ রোধে তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে গিয়া এই প্রথাগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন।বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে তিনি পরিচিত। তাঁহার 'বর্ণপরিচয়' বাংলা বর্ণমালা শিক্ষায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থে তিনি প্রথম বিরাম চিহ্নের সফল ব্যবহার করেন, যাহা বাংলা গদ্যের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং দরিদ্র ও পীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।প্রতি বছর প্রয়াণ দিবসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁহার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করিয়া এবং আলোচনা সভার আয়োজন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম আজও আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায় এবং তাঁহার আদর্শ আমাদের সমাজে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসারে সহায়ক।

দিল্লি বিধানসভার মনসুন অধিবেশন ৪ আগস্ট থেকে: স্কুল ফি নিয়ন্ত্রণ বিল এজেন্ডায়

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : রেখা গুপ্তা সরকারের নেতৃত্বে দিল্লি বিধানসভার মনসুন অধিবেশন ৪ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে। এই অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ বিল, বিশেষ করে দিল্লি স্কুল শিক্ষা স্বচ্ছতা বিল নিয়ে আলোচনা করবে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা ২৮ জুলাই দিল্লি বিধানসভার মনসুন অধিবেশন ৪ আগস্ট থেকে শুরু করার নির্দেশ জারি করেছেন। ফেব্রুয়ারিতে সরকার গঠনের পর রেখা গুপ্তা-নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকারের এটিই হবে প্রথম অধিবেশন। অধিবেশন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই স্কুল ফি নিয়ন্ত্রণ বিল এজেন্ডায় থাকবে।

তিনি বলেন, 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি সরকার আইন, ১৯৯১ (কেন্দ্রীয় আইন নং ১, ১৯৯২) এর ধারা ৬(১) দ্বারা আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আমি এতদ্বারা জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লির অষ্টম বিধানসভার তৃতীয় অধিবেশন আহ্বান করছি, যা সোমবার, ৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২টায় বিধানসভা হল, ওল্ড সেক্রেটারিয়েটে অনুষ্ঠিত হবে।'

অধিবেশনটি পাঁচ দিন চলবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জাতীয় ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন এর অধীনে এটি সম্পূর্ণ কাগজবিহীন ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। এর জন্য, ২১ জুলাই সোমবার থেকে বিধানসভা কমপ্লেক্সে বিধায়কদের জন্য তিন দিনের একটি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। অধিবেশনগুলির জন্য মোট ১৮টি কম্পিউটার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকরা ২১ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত বিধায়কদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। নেভা উদ্যোগটি ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে এবং বাদল অধিবেশন শুরুর আগে এটি চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের ডিজিটাল রূপান্তরকে ব্যাপকভাবে উন্নত করবে, সংসদীয় অধিবেশন এবং অফিসিয়াল রেকর্ডগুলিতে মসৃণ ইলেকট্রনিক প্রবেশাধিকারের অনুমতি দেবে।

দিল্লিতে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার গুরুত্বপূর্ণ বিল এবং নীতিগুলি প্রবর্তন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হল দিল্লি স্কুল শিক্ষা (ফি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে স্বচ্ছতা) বিল, ২০২৫, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ২৯ এপ্রিলের মন্ত্রিসভা-অনুমোদিত অধ্যাদেশটি স্কুলগুলির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেছে, যারা ইচ্ছামতো ফি বৃদ্ধি করে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে ফি সংশোধনের প্রস্তাব করার অধিকার হারানোর সম্ভাবনাও রয়েছে।

প্রথম অপরাধের জন্য, স্কুলগুলিকে ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ জরিমানা করা হতে পারে, যখন বারবার লঙ্ঘনের জন্য ২ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ পর্যন্ত জরিমানা বাড়ানো হবে। যদি একটি স্কুল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফি ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়, তবে অধ্যাদেশ অনুযায়ী ২০ দিন পর জরিমানা দ্বিগুণ হবে, ৪০ দিন পর তিনগুণ হবে এবং প্রতি অতিরিক্ত ২০ দিনের দেরির সাথে এটি বাড়তে থাকবে। খসড়াটি বারবার লঙ্ঘনে জড়িত ব্যক্তিদেরও লক্ষ্য করে, তাদের স্কুল ব্যবস্থাপনার মধ্যে অফিসিয়াল পদ ধারণ থেকে বিরত রাখবে। উপরন্তু, স্কুল ব্যবস্থাপনা ভবিষ্যতে ফি সংশোধনের প্রস্তাব করার তাদের সুযোগ হারাতে পারে।

ক্ষমতাসীন দলের মুখ্য সচেতক অভয় বর্মা বলেছেন, 'আমরা হাউসে সরকারের অর্জনগুলি তুলে ধরব এবং জনগণের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপন করব।'

এদিকে, আম আদমি পার্টির (আপ) বিধায়ক আতিশী বলেছেন যে স্কুল শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা 'ক্ষুব্ধ এবং অসহায়'। তিনি বিজেপি সরকারকে 'খোলামেলাভাবে' বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার এবং তাদের 'দুর্দশা' উপেক্ষা করার জন্য দায়ী করেছেন। তিনি আরও যোগ করেন, 'বিজেপি বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন প্রশ্ন এড়াতে চায়' এবং অভিযোগ করেন যে বিধায়কদের প্রশ্ন তোলার জন্য সময় দেওয়া হয়নি।

ধর্ম নিয়ে স্বামীজির ভাবনা বিশ্বকে আলোকিত করেছে

সুদর্শন নন্দী

আজকের দিনে ধর্মকে কেন্দ্র করে অশান্তি মারামারি প্রায় বিশ্বজুড়ে। এর জন্য দায়ী ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি। অথচ ধর্মের অন্তর্নিহিত মানে যদি আমরা ঠিকভাবে আত্মীকরণ করতে পারি তবে সারা পৃথিবী যে ভাতৃত্ব ও ভালবাসার জালে আবদ্ধ হয়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

সকল ধর্মে সত্য আছে, এ-কথা পরমহংসদেব মুক্তকণ্ঠে বলতেন। ধর্ম নিয়ে মানুষের বিভ্রান্তি আর অজ্ঞানতার যেন শেষ নেই। জগতের সব ধর্মই মানুষকে সৎ, সহনশীল এবং মহান হবার শিক্ষা দেয়। আর ধর্ম মানেই তো ধারন করে রাখা। ধরে রাখা। আমাদের যে এই ব্যক্তিসত্তা তা তো ধরে রেখেছে এক স্বপ্রকাশ অখণ্ড চৈতন্য শক্তিই। দেবত্বই মানুষের জন্মগত বা মূল সত্তা। আর সেটাকে ধরে রাখাই হচ্ছে ধর্ম। ঠাকুরের প্রিয় ও প্রধান ত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কথায় মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব তাঁর প্রকাশই হচ্ছে ধর্ম। ঠাকুর বলতেন, সকল ধর্মই সত্য। প্রত্যেক ধর্ম দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে।

সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। তাঁর ভাষায় "কালীঘাটে নানা পথ দিয়া যাওয়া যায়। ধর্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। নদী সব নানাদিক দিয়ে আসে কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক। ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি আর শুধু একটা দড়ি দিয়াও উঠা যায়।" তিনি আরো বললেন সব ধর্মের লোকেরা একজনকেই ডাকছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লা, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু। এবার তাঁর চিরাচরিত ভাষায় উদাহরণ দিচ্ছেন-একটা পুকুরে চার ঘাট আছে। একঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, তারা বলছে "জল"। আর-একঘাটে মুসলমান, তারা বলছে "পানি"। আর-একঘাটে খ্রীষ্টান, তারা বলছে "ওয়াটার"। আবার একঘাটে কতকগুলো ওক বলছে "aqua"। বস্তু এক জল, নাম আলাদা। তবে ঝগড়া করবার কি দরকার? সকলেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে ও সকলেই তাঁর কাছে যাবে।

আমরা দেখেছি সবাই ভাবে আমার ধর্মই ঠিক। ধর্মে ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করার মানুষেরও অভাব নেই। একদিন ঠাকুরের ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা এক করেছিলেন- যদি অন্য ধর্মে ভ্রম থাকে?

ঠাকুর জবাব দিয়েছিলেন তা ভ্রম কোন ধর্মে নাই? সকলেই বলে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে। কিন্তু কোন ঘড়িই একেবারে ঠিক যায় না। সব ঘড়িকেই মাঝে মাঝে সূর্যের সঙ্গে মিলাতে হয়।

তাই সন্দেহ নেই যে মানুষ যদি ধর্মের প্রকৃত মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারে আর সে যদি তার স্বরূপ জানতে পারে তবে বুঝবে তার ধর্মের মানুষ আর অন্য ধর্মের মানুষের মধ্যে কোন তফাৎই নেই। তিনিই আমি আর আমিই সেই ব্যক্তি। ঠাকুর ভক্তদের কাছে ব্যাখা করেছেন যে ঈশ্বরলাভহলে সেই ব্যক্তি সব ধর্মপথ দিয়েই আনাগোনা করতে পারে; যখন হিন্দুদের ভিতর থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু। যখন মুসলমানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে মনে করে মুসলমান; আবার যখন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে ভাবে ইনি বুঝি খ্রীষ্টান। সব ধর্মের লোকেরা একজনকেই ডাকছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লা, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু। এক জায়গায় ভক্তদের তিনি বললেন, কি জানো? দেশ- কাল- পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন কিন্তু সব মতই পথ। মত কোন ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটি মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছন যায়।

মানুষকে ভালোবাসা, ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে থাকার ভাবটি স্বামীজি পেয়েছিলেন তাঁর গুরুদেব সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথিক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেই। ঠাকুর মুক্তকণ্ঠে বলতেন, সকল ধর্মে সত্য আছে।সকল ধর্মই সত্য অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে। ধর্ম নিয়ে সমস্ত কুসংস্কারের গোড়া ধরে উপড়ে দিতে চেয়েছিলেন দুজনে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিল,"যত মত, তত পথ"। নিজের জীবনকে বিভিন্ন ধারার ধর্মপথে অতিক্রান্ত করে তবেই এই সিদ্ধান্তে তিনি এসেছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটি রাখ তে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। .... আমি সব ভাবই কিছু কিছু করেছি- সব পথই মানি।'

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, আচারকেন্দ্রিক ধর্ম ধর্মের গৌণরূপ। ধর্মের মুখ্যরূপ জীবপ্রেম, মানুষের সেবা। মন্দির, তীর্থ, পূজাপাঠের মধ্যে ধর্মের সার নেই, আছে নিজের অনুভূতি, উপলব্ধিতে। সেই সঙ্গে তিনি মনে করতেন, 'প্রত্যেক ধর্মেরই অপর ধর্মগুলিকে স্বীকার করা উচিত। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় অপরের কোন বিশেষ ধারণাকে ভিন্ন মনে করে নিন্দা করা উচিত নয়।....

অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আজও আমরা এই সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধে উঠতে পারিনি।

১৮৯৩ এর ১৯ শে সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ সর্বজনীন ধর্ম ও সর্বজনীন মানুষের কথা ঘোষণা করেছিলেন যা পূর্বে হয়নি। তিনি বললেন, একটি হিন্দুকে বৌদ্ধ বা মুসলিম হতে হবে না, একজন বৌদ্ধ বা মুসলমানকে হিন্দু হতে হবে না। প্রত্যেকে তার নিজ ধর্ম স্বীকার করে তার মধ্যে থাকবে, তার মধ্যে উন্নতির অসীম অবকাশ থাকবে। তিনি বলেছেন, "একত্বরূপ সেই এক ধর্মেরই বিবিধ প্রকাশমাত্র, সুতরাং যার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বেছে নিতে পারবে। আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম রূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানসচক্ষে দেখছি যে এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামিয় দেহ নিয়ে মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছে।" স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম বিষয়ক ভাবনা ছিল খুবই উদার এবং সর্বজনীন। তিনি ধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবে মানবসেবা ও আত্ম-উপলব্ধিকে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে, ধর্ম হলো মানুষের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করা এবং সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার পরিহার করে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটানো। তিনি মনে করতেন, সকল ধর্মই সত্যের পথের দিশা দেয় এবং ধর্মের মূল বার্তা একই। তাই, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও সহিষ্ণুতা থাকা উচিত। ধর্ম শুধু আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করার পথ। তিনি ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধিতা করতেন এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতেন।

ধর্মের মাধ্যমে আত্ম-বিকাশ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর তিনি জোর দিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের এই ভাবনাগুলি আজও মানুষকে পথ দেখাচ্ছে এবং ধর্মকে নতুন করে উপলব্ধি করতে সাহায্য করছে। স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন, সমস্ত ধর্মই সত্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পথ দেখায়। তাই, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা থাকা উচিত। তিনি সকল ধর্মের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন যে, যদিও বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত, তবুও তারা একই উৎস থেকে উদ্ভুত এবং একই লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়। তিনি সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার এবং তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস ও অনুশীলনকে সম্মান করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানবজাতির সেবা করা এবং তাদের কষ্ট লাঘব করা। স্বামী বিবেকানন্দের এই ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ধর্ম নিয়ে স্বামীজির ভাবনা সারা বিশ্বকে আলোকিত করেছে। তিনি ধর্মের একটি নতুন ধারণা উপস্থাপন করেন, যা আধুনিক বিশ্বের জন্য আজও প্রাসঙ্গিক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইংরেজির প্রতি ভারতের কেন এত টান

ব্রিটিশ বণিকেরা সপ্তদশ শতাব্দীর (১৬০১—১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ) শুরুতে ভারতের উপকূলে পা রাখেন। তাঁরা এখানে মসলা ও রেশমের সন্ধানে এলেও থেকে যান শতাব্দীর পর শতাব্দী। দেশটিতে তাঁরা এমন এক উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, যা ঔপনিবেশিক শাসন—শোষণ অবসানের বহু পরও এই জাতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। আর সেটি হলো ইংরেজি ভাষা।

ভারতে ইংরেজি প্রথমে ছিল বাণিজ্যের হাতিয়ার। পরে হলো আইনের ভাষা। কালের বিবর্তনে এটি একপ্রকার নাগরিক মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আর এভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী এ ভাষা ধীরে ধীরে ভারতীয়দের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সম্ভবত ইংরেজি ভাষার অবস্থানকে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। দলটি ভারতে এক দশকের বেশি সময় ধরে হিন্দুত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। গত মাসে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'যাঁরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলেন, তাঁরা শিগগিরই লজ্জাবোধ করবেন।' তাঁর এ মন্তব্য ১৪০ কোটি জনসংখ্যার বহুভাষী মানুষের দেশটিতে জাতীয় পরিচয় ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক উসকে দেয়।

ভারতে শুরুতে বাণিজ্য কুঠি ও দপ্তরগুলোর হিসাবের খাতা ও চুক্তিপত্রের ভাষা ছিল ইংরেজি। কিন্তু গুজরাটের বন্দর পেরিয়ে দিল্লির প্রাসাদ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন বিস্তৃত হওয়ার পর ইংরেজি হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক অভিজাত শ্রেণির অভিন্ন ভাষা। যদিও অমিত শাহ সরাসরি ভারতের ঔপনিবেশিক শাসকদের কথা উল্লেখ করেননি; তবে তিনি ঘোষণা দেন, 'আমাদের দেশের ভাষাগুলো আমাদের সংস্কৃতির রত্ন।' এসব ভাষা ছাড়া 'আমরা প্রকৃত ভারতীয় হতে পারি না'।

ভারতে শুরুতে বাণিজ্য কুঠি ও দপ্তরগুলোর হিসাবের খাতা ও চুক্তিপত্রের ভাষা ছিল ইংরেজি। কিন্তু গুজরাটের বন্দর পেরিয়ে দিল্লির প্রাসাদ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন বিস্তৃত হওয়ার পর ইংরেজি হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক অভিজাত শ্রেণির অভিন্ন ভাষা।

স্বাধীনতার সময় ভারত দোটানার মুখে পড়ে। দেশজুড়ে শত শত ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত থাকায় নবনির্বাচিত নেতারা এ প্রশ্নে দ্বিধায় পড়েন যে কোন ভাষা নতুন দেশটির প্রতিনিধিত্ব করবে?

উত্তর ভারতের প্রধান ভাষা হিন্দি। এ ভাষাকে দেশটির সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু হিন্দি ভাষায় কথা না বলা রাজ্যগুলো, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। এ কারণে দেশটির বহুভাষী মানুষের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে রয়ে যায় ইংরেজি। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া এ উত্তরাধিকার এখনো টিকে আছে। এটি এখনো অনেককে পীড়া দেয়। বেঙ্গালুরুর সাবেক করপোরেট নির্বাহী প্রদীপ বাহিরওয়ানি বলেন, 'আমি মনে করি, ইংরেজি হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসকদের ভাষা। এমন একটি ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত, যার শিকড় ভারতের মাটিতে গাঁথা।' সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি হিন্দি ভাষার প্রসারে বিশেষ জোর দিচ্ছে। পাশাপাশি জনজীবনে ইংরেজির ব্যবহার কমানোর চেষ্টা করছে।

অমিত শাহর মন্তব্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের প্রতিযোগী সক্ষমতা ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে বলে মনে করেছেন সমালোচকেরা। তাঁদের মতে, ইংরেজিকে সাংস্কৃতিক লজ্জার সঙ্গে এক করে দেখানো একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এ দৃষ্টিভঙ্গি ঔপনিবেশিকদের রেখে যাওয়া এমন একটি অংশকে মুছে ফেলতে চায়, যা এখনো ভারতকে বৈশ্বিক বাণিজ্যের ভাষায় পারদর্শিতা ধরে রাখতে সহায়তা করছে।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভাষাবিদ আয়েশা কিদোয়াই বলেন, 'আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে, এমন ভাষা শেখার সুযোগ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে মানুষের। আমি এটাকে এখন আর ঔপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার বলে মনে করি না।' গত মাসে অমিত শাহর মন্তব্যের পর ভারতের বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'ইংরেজি কোনো বাধা নয়, এটি একটি সেতু। ইংরেজি লজ্জার কিছু নয়, এটি একটি শক্তি। প্রত্যেক ভারতীয় ভাষারই আত্মা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান আছে। আমাদের সেগুলোর যত্ন নিতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি শিশুকে ইংরেজি শেখাতে হবে।' এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য সিএনএন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তবে ভাষা নিয়ে উত্তেজনা এখন আর আইনসভার বিতর্কে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তাঘাটেও।

গত সপ্তাহেই ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্র মুম্বাইয়ের এক ট্রেনে তুমুল বাদানুবাদের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে এক যাত্রীকে মারাঠি ভাষায় কথা না বলার কারণে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দি ভাষার প্রসারে নেওয়া উদ্যোগকে কেন্দ্র করে মুম্বাইয়ের বিভিন্ন অংশে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দি মূলত বিজেপির রাজনৈতিক ঘাঁটি উত্তর ভারতের ভাষা ও দলটির হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টার প্রতীক।

ভাষা রাজনৈতিক হাতিয়ার- ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে ভারত। এর পর থেকে দেশটিতে ইংরেজি ভাষার অবস্থান এক গভীর রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠেছে। পরিচয়, ক্ষমতা ও জাতীয় নির্দেশনা—সংক্রান্ত প্রশ্নের সঙ্গেও এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বর্তমানে ইংরেজি ভারতের সরকারি ভাষাগুলোর একটি। দেশের প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ এ ভাষায় কথা বলেন। ২০১১ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, প্রায় ৪৪ শতাংশ নাগরিকের প্রথম ভাষা হিন্দি। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ থমাস ম্যাকলের উদ্যোগে ভারতে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে। তৎকালীন অভিজাতদের ভাষা ছিল সংস্কৃত, ফারসি ও আরবি। এসব ভাষার পরিবর্তে শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজির প্রচলন করা উচিত বলে মনে করতেন ম্যাকলে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি হিন্দি ভাষার প্রসারে বিশেষ জোর দিচ্ছে; পাশাপাশি জনজীবনে ইংরেজির ব্যবহার কমানোর চেষ্টা করছে।

মোদি প্রায় কখনোই ইংরেজিতে বক্তব্য দেন না। জাতির উদ্দেশে ভাষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও তিনি হিন্দি বেছে নেনযেমন তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান। নরেন্দ্র মোদি প্রশাসন সরকারি কর্মকর্তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সরকারি চিঠিপত্রে হিন্দি ভাষা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছে। বিভিন্ন রাজ্য এ উদ্যোগের সমালোচনা করার পর কেন্দ্রীয় সরকার জানায়, এটি শুধু উত্তর ভারতের হিন্দিভাষী মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। ভারত ২০২৩ সালে দিল্লিতে বিশ্বের বড় নেতাদের নিয়ে জি—২০ সম্মেলন আয়োজন করেছিল। সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্রে 'ইন্ডিয়া'র বদলে 'ভারত' লেখা হয়েছিল। ভারত মূলত দেশটির সংস্কৃত বা হিন্দি নাম। এতে অনেকে ভাবতে শুরু করেন, সরকার হয়তো ইংরেজি 'ইন্ডিয়া' নামটি পুরোপুরি বাদ দিতে চায়। মোদির সমালোচকেরা বলেন, এসব কাজের পেছনে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে।

বিজেপির শিকড় আছে 'আরএসএস' নামের এক উগ্র ডানপন্থী সংগঠনের ভেতরে। তারা ভারতে হিন্দু আধিপত্যবাদকে সমর্থন করে। তাই ভাষাকে কেন্দ্র করে বিজেপির নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো অনেক হিন্দুর মনোভাবের সঙ্গে সহজে মিলে যায়। দেশটির প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ হিন্দু। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভাষানীতির প্রচারের মাধ্যমে বিজেপি এ হিন্দু সংখ্যাগোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে চাইছে, যাতে উত্তর ভারতে তাদের সমর্থন আরও মজবুত হয়। অশোকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক রীতা কোঠারি বলেন, সরকার নিশ্চিতভাবে পুরো দেশকে একীভূত করতে ও হিন্দি ভাষাকে আরও বেশি ছড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু এ নীতির উল্টো ফলও হতে পারে। কারণ, দেশটির অনেক জায়গা, যেমন পশ্চিম ভারতের মারাঠিভাষী মহারাষ্ট্র তাদের নিজস্ব ভাষা নিয়ে গর্ববোধ করে।

মুম্বাইয়ে রাজ্য সরকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় হিন্দিকে তৃতীয় বাধ্যতামূলক ভাষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর চলতি মাসের শুরুতে সেখানে সংঘর্ষ শুরু হয়।

মোদি প্রশাসনের ভাষানীতি নিয়ে দক্ষিণ ভারতে আরও বেশি প্রতিবাদ হচ্ছে। কারণ, সেখানে মানুষ ইংরেজি ও তাঁদের আঞ্চলিক ভাষাকে (তামিল, তেলেগু ও কন্নড়) নিজেদের পরিচয় ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে দেখেন। তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ের ১৯ বছর বয়সী কলেজছাত্র স্টিভ ই সেলভারাজ বলেন, বিজেপি হিন্দিকে তাদের পরিচয় বানাতে দারুণ কাজ করেছে। এখন ধর্ম (হিন্দুধর্ম) হয়ে উঠেছে শাসক দলের প্রধান লক্ষ্য, ভোট পাওয়ার একটা উপায়। তিনি আরও বলেন, দিন দিন হিন্দির প্রভাব বাড়ছে। হিন্দিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া একটা হুমকি হতে পারে।

ভারতের অগ্রগতি- ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ থমাস ম্যাকলের উদ্যোগে ভারতে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে। তৎকালীন অভিজাতদের ভাষা ছিল সংস্কৃত, ফারসি ও আরবি। এসব ভাষার পরিবর্তে শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার প্রচলন করা উচিত বলে মনে করতেন ম্যাকলে।

ম্যাকলের পরিকল্পনা ছিল স্পষ্টভাবে উচ্চবিত্তপন্থী। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক শ্রেণির মানুষ তৈরি করতে, যাঁরা 'রক্ত ও গায়ের রঙে ভারতীয়; কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি-নৈতিকতা আর চিন্তাধারায় হবেন ইংরেজ'। এ শ্রেণির মানুষদের ব্রিটিশ শাসক আর সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলে ব্রিটিশদের পক্ষে শাসনকাজ চালানো সহজ হবে। এমনটাই লিখেছিলেন ম্যাকলে। ব্রিটিশ সরকার তার এ মতামত মেনে নেয়। এরপর ইংরেজি হয়ে যায় প্রশাসন, উচ্চশিক্ষা ও আদালতের ভাষা। এতে তৈরি হয় একশ্রেণির ইংরেজি শিক্ষিত অভিজাত, যাঁদের মধ্যে ছিলেন আইনজীবী, শিক্ষক, লেখক এবং প্রথম দিককার অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা, যেমন জওহরলাল নেহরু ও মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু ইংরেজি শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের ভাষা ছিল না; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি হয়ে ওঠে আধুনিকতা ও সুযোগের প্রতীক। ভারতের অর্থনীতি যখন বদলাতে শুরু করে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাড়তে থাকে, তখন জীবনমানে উন্নতির জন্য ইংরেজি জানা খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বর্তমানে ভারত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ইংরেজি ভাষাভিত্তিক দেশ। ২০১১ সালের এক জরিপ অনুযায়ী, দেশটির ১৩ কোটির বেশি মানুষ ইংরেজি জানেন। এ ভাষায় দক্ষতা বিদেশি বিনিয়োগ টানতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়তে, তথ্যপ্রযুক্তি, নতুন উদ্যোগসহ নানা খাতে ভারতের উন্নতিতে সাহায্য করেছে। তবে ইংরেজি ভাষাকে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়ার কারণে সমাজে বিভেদও বেড়েছে। যাঁরা ইংরেজি জানেন না, তাঁরা ভালো চাকরি পান না। যাঁরা শহরে থাকেন, ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন কিংবা যাঁরা অভিজাত, তাঁদের ইংরেজি শেখার সুযোগ বেশি। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর বেশির ভাগই শহরে। ফলে গ্রামের বা নিম্নবর্ণের মানুষেরা এ ভাষা শেখার সুযোগ কম পান ও পিছিয়ে পড়েন।

বহু ভাষার দেশ- ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার আধিপত্য এবং শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নের কারণে ভারতে অনেক আদিবাসী ভাষা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। ভারতের পিপলস লিঙ্গুইস্টিক সমীক্ষা অনুযায়ী, গত ৫০ বছরে ভারতের ২২০টির বেশি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইউনেসকো বলছে, ভারতের প্রায় ২০০ ভাষা আজ বিপন্ন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের ভবিষ্যতের দিকে তাকালেও সহজে বোঝা যায়, সেখানে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব খুব শিগগির কমবে না।

(সিএনএন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু বার্ষিকীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান এআইডিএসওর কর্মীসমর্থকরা।

ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে ১৮ জন কাওরিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু, প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

রাঁচি, ২৯ জুলাই : ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার জামুনিয়া গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১৮ জন কাওরিয়া। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন। মঙ্গলবার সকালে শ্রাবণী মেলার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। হাজার হাজার ভক্ত বাবা বৈদ্যনাথ ধামে জল অর্পণ করতে রওনা হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

দেওঘরের সাংসদ নিশিকান্ত দুবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক্স-এ ঘটনাটির বিষয়ে নিশ্চিত করে লেখেন, আমার লোকসভা কেন্দ্র দেওঘরে শ্রাবণ মাসে কাঁভার যাত্রার সময় বাস ও ট্রাক দুর্ঘটনায় ১৮ জন ভক্ত প্রাণ হারিয়েছেন। বাবা বৈদ্যনাথ যেন তাঁদের পরিবারকে এই শোক সইবার শক্তি দেন। দুর্ঘটনাস্থল মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত জামুনিয়া নদীর তীরে অবস্থিত, যা একটি জনপ্রিয় শিব-পার্বতী মন্দিরের কাছাকাছি এলাকায় পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একটি বাসে প্রায় ৩৫ জন ''জল'' নিবেদন করতে কাওরিয়া দেওঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাক সজোরে ধাক্কা মারে বাসটিকে। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে বাসটি কার্যত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

বেশ কয়েকজন ভক্ত বাসের ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন। সাথে সাথে স্থানীয় পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজে নামে। আহতদের নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দেওঘর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দুর্ঘটনাস্থলে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা পৌঁছান। পরে তারা আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে থাকেন। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গেছে, দুর্ঘটনার পেছনে চালকদের গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার কাজের জন্য একটি ক্রেনও মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে ঘটে যাওয়া সড়ক দুর্ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই। ঈশ্বর যেন তাঁদের এই দুঃখ সইবার শক্তি দেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, আজ সকালে মোহনপুর ব্লকের জামুনিয়া চকে একটি বাস দুর্ঘটনায় বহু ভক্তের মৃত্যুর সংবাদে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। জেলা প্রশাসন তৎপরভাবে উদ্ধার ও চিকিৎসা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাবা বৈদ্যনাথ যেন নিহত ভক্তদের আত্মাকে শান্তি দেন এবং শোকাহত পরিবারগুলিকে এই কঠিন সময়ে সহ্য করার শক্তি প্রদান করেন।

এখনও পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

গৌরব গগৈ 'পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কাজ করেন' লোকসভায় ভাষণ ঘিরে বিঁধলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই : লোকসভায় 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আলোচনায় কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈর বক্তব্য ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে গগৈর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শর্মা বলেন, কংগ্রেসের ওই সাংসদ পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কাজ করেন।

তিনি লেখেন, লোকসভায় যোরহাটের কংগ্রেস সাংসদের (গৌরব গগৈ) গতকালের বক্তব্যই প্রমাণ করে যে তিনি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কাজ করেন। তাঁর গোপন পাকিস্তান সফর এবং পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনেক কিছু বলে দেয়। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের বিদেশি নাগরিকত্ব রয়েছে, ফলে তিনি যে কোনও সময় ভারত ছেড়ে চলে যেতে পারেন। তিনি অসমের জন্য লজ্জা এবং ভারতীয় গর্বের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

গতকাল সোমবার লোকসভায় 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে বিশেষ আলোচনায় অংশ নিয়ে গৌরব গগৈ কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে ২২ এপ্রিল হওয়া জঙ্গি হামলায় (যেখানে ২৬ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হন) কেন্দ্র গোপনীয়তা বজায় রেখেছে এবং তথ্য প্রকাশ করেনি।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, ভারতের গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা, পেগাসাস, স্যাটেলাইট, সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে ৫ জন ভারী অস্ত্রধারী জঙ্গি অনুপ্রবেশ করে এতবড় হত্যাকাণ্ড ঘটাল এবং এখনও ১০০ দিন পরেও কোনও উত্তর নেই? গগৈ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এই ঘটনার 'নৈতিক দায়িত্ব' নেওয়ার দাবি জানান এবং অভিযোগ করেন, সরকার নিরাপত্তা ব্যর্থতা স্বীকার না করে কেবল দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অভিযোগ করেন, গগৈ ও তাঁর পরিবারের পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। তিনি দাবি করেন, আমার কাছে এমন নথি রয়েছে যা প্রমাণ করে, গৌরব গগৈর স্ত্রী আন্তর্জাতিক জলবায়ু লবির হয়ে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গগৈ পাকিস্তান সফর করেছিলেন সংসদ সদস্য হওয়ার আগেই, যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে বসবাস করতেন। একজন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে কীভাবে এমন সফরে যান? এটি অত্যন্ত সন্দেহজনক, মন্তব্য করেন শর্মা। সাথে তিনি আরও দাবি করেন, গগৈ ২০২১ সালে নিজের সন্তানের নাগরিকত্ব পরিবর্তনের আবেদন করেছিলেন। তা প্রমাণ করে তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আরও বলেন, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর তিনি গগৈর বিরুদ্ধে প্রমাণসহ এমন তথ্য প্রকাশ করবেন যা কংগ্রেসকে লজ্জায় ফেলবে। তিনি বলেন, আমি যা প্রকাশ করব, তা দেখে রাহুল গান্ধী আফসোস করবেন, কেন গৌরব গগৈকে নেতৃত্বে বসানো হয়েছে।

তিনি কংগ্রেসকে পাকিস্তানপন্থী দল আখ্যা দিয়ে বলেন, রাহুল গান্ধীকে এখন উত্তর দিতে হবে। কংগ্রেস বরাবরই পাকিস্তানকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, আর গগৈকে নেতৃত্বে বসিয়ে তারা সেটা আবার প্রমাণ করেছে। এখন গগৈ বা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের পাল্টা প্রতিক্রিয়া না এলেও রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

৩,০০০ ঘণ্টায় ১,০০০ জনকে জেরা : পহেলগাম হামলার তদন্তে এনআইএ-র বিস্তারিত বিবরণ সংসদে দিলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে গত ২২ এপ্রিল ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলার তদন্তে ১,০৫৫ জনকে প্রায় ৩,০০০ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার লোকসভায় 'অপারেশন সিঁদুর' বিতর্কে অংশ নিয়ে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি জানান, অপারেশন মহাদেব-এ নিহত তিন জঙ্গির কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া গুলির সঙ্গে পহেলগাম হামলায় ব্যবহৃত গুলি সম্পূর্ণরূপে মিলে গেছে। এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ওই তিন পাকিস্তানি জঙ্গি-ই ২২ এপ্রিল বৈসারান উপত্যকায় ২৬ জন নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল।

অমিত শাহ বলেন, এই তিন জঙ্গিকে অপারেশন মহাদেব-এ খতম করা হয়েছে। এদের কাছ থেকে দু'টি একে-৪৭ এবং একটি আমেরিকান এম৯ রাইফেল উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া, যারা এই জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছিল, এমন দু'জন স্থানীয় বাসিন্দাকে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এনআইএ সেই দুই ব্যক্তিকে জেরা করেছে যারা জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছিল। পরে যখন জঙ্গিদের দেহ শ্রীনগরে আনা হয়, তখন চারজন ব্যক্তি তাদের চেহারা দেখে শনাক্ত করেন। তবে আমরা তখনও তাড়াহুড়ো করিনি। আমরা পুরো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চেয়েছিলাম। তাই, চণ্ডীগড় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে (এফএসএল) পাঠানো হয় গুলির খোল।

শাহ বলেন, আমরা তিনটি রাইফেল বাজেয়াপ্ত করেছি। একটি এম৯ রাইফেল এবং দুটি একে-৪৭। ওই গুলির খোল থেকে রাতে পুরো প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা চালিয়ে দু'টি গুলি ম্যাচ করানো হয়। রাইফেলের গ্রুভও মিলে গেছে। এতে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এগুলি ওই একই অস্ত্র যা দিয়ে আমাদের নাগরিকদের হত্যা করা হয়েছে। ৬ জন বিজ্ঞানীর যাচাইয়ের পর নিশ্চিত রিপোর্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আসে। তিনি বলেন, আজ ভোর ৪টা ৪৬ মিনিটে ভিডিও কলে বিজ্ঞানীরা আমাকে জানান যে এগুলি ১০০ শতাংশ সেই গুলি যেগুলি হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল।

অমিত শাহ জানান, পাকিস্তান-সমর্থিত লস্কর-ই-তইবার সহযোগী সংগঠন দ্য রেসিসটেন্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) হামলার দায় স্বীকার করার পরেই তদন্ত এনআইএ'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, সারা দেশের পর্যটক, পনিওয়ালা, দোকানদার, কর্মচারী সকলকে নিয়ে আমরা ১,০৫৫ জনের বয়ান নিয়েছি। প্রত্যেকটি ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে। সেখান থেকে স্কেচ তৈরি করে, বিশ্লেষণ করে আমরা জঙ্গিদের আশ্রয়দাতাদের চিহ্নিত করি এবং তাদের আটক করি।

অমিত শাহ আরও বলেন, পহেলগাম হামলার পরে যারা অন্য এক সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত ছিল, তাদেরও নিকেশ করা হয়েছে। পরে গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গিদের সহযোগীদের মা ও আত্মীয়রা জঙ্গিদের মরদেহ শনাক্ত করেন। একইসঙ্গে ফরেনসিক রিপোর্টও এটি নিশ্চিত করেছে।

অমিত শাহ এদিন কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরমের মন্তব্যের জবাব দেন, যেখানে চিদাম্বরম বলেছিলেন, এই হামলায় 'হোমগ্রোন' সন্ত্রাসীদের হাত থাকতে পারে। এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শাহ বলেন, আপনি কী পাকিস্তানকে বাঁচাতে চাইছেন? পাকিস্তানকে আড়াল করে আপনি কী পাবেন?

তিনি বলেন, জঙ্গিদের পাকিস্তানি ভোটার আইডি নম্বর রয়েছে। তারা পাকিস্তানি বন্দুক ব্যবহার করেছে। এমনকি পাকিস্তান থেকে আনা চকলেটও তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এর পরেও চিদাম্বরম বলছেন, তারা ভারতীয় হতে পারে? বিরোধীদের সমালোচনা করে শাহ বলেন, আমি ভাবছিলাম, পহেলগাম হামলায় জড়িত জঙ্গিদের নিহত হওয়ার খবর শুনে সংসদজুড়ে সবার মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু আমি ভুল ভেবেছিলাম। বিরোধীরা খুশি নয়। এটা দুঃখজনক। দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে আমরা একজোট হব, এমনটাই আশা করি।

তিনি শেষমেশ বলেন, যে দেশের ২৬ জন নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে, সেই জঙ্গিদের খতম করে আমরা সুবিচার করেছি। এনআইএ ও সব তদন্তকারী সংস্থা নিরন্তর কাজ করেছে। কংগ্রেস ও তাদের নেতারা যেন পাকিস্তানের হয়ে না দাঁড়ায়। এই বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

মেঘভেঙ্গে হিমাচলের মান্ডিতে প্রবল বর্ষণে বিপর্যয়, মৃত ২, নিখোঁজ ২; ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

মান্ডি, ২৯ জুলাই : হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় টানা মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে মঙ্গলবার দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও দু'জন নিখোঁজ রয়েছেন। সোমবার রাত ১১টা থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণ মঙ্গলবার ভোরের দিকে আরও তীব্র হয়ে ওঠে। যার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাজ্যজুড়ে। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুক্কু মান্ডির জেল রোডে মেঘভাঙা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে একটি ছিল মান্ডির জোনাল হাসপাতাল। ড্রেন উপচে পড়ায় হাসপাতাল চত্বর জলে ভরে যায়, ফলে হাসপাতালের মূল প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। মান্ডি জেলার একাধিক অভ্যন্তরীণ রাস্তায় ভূমিধসের কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বহু মানুষ দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে আটকে পড়েছেন। চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৩) মান্ডি ও কুল্লুর মধ্যবর্তী বহু জায়গায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বহু গাড়ি দীর্ঘ যানজটে আটকে রয়েছে।

হিমাচল প্রদেশ স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং স্টেট এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের তথ্যানুযায়ী, ২৮ জুলাই সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রায় ২০০টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। ৬২টি পাওয়ার ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে পড়েছে এবং ১১০টি জল সরবরাহ প্রকল্পে বিঘ্ন ঘটেছে।

চলতি বর্ষা মরসুমে ২০ জুন থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে ৯০ জন প্রাণ হারিয়েছেন সরাসরি বৃষ্টিজনিত বিপর্যয় যেমন ভূমিধস, হড়পা বান, মেঘভাঙা, ডুবে যাওয়া ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার কারণে। বাকি ৭৪ জন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। জেলাভিত্তিক মৃত্যুর পরিসংখ্যানে ৩২ জন মৃত নিয়ে মান্ডি শীর্ষে রয়েছে। এরপর রয়েছে কাংরা (২৪) ও চাম্বা (১৭)। এসডিএমএ জানিয়েছে, ২০ জুন থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৪২টি হড়পা বান, ২৫টি মেঘভাঙা এবং ৩২টি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

বৃষ্টি-সম্পর্কিত মৃত্যুর দিক থেকে মান্ডি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর কাংরা (১৭), কুল্লু (১০) এবং চাম্বা (৮)। এছাড়া ২৫১টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে এবং আরও ১,১৬৫টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মান্ডির জেল রোডে মেঘভাঙা ঘটনার পরে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ চলছে। নিখোঁজদের সন্ধানে তৎপরতা চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় জানায়, মান্ডির জেল রোডে মেঘভাঙার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধারকারী দল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তল্লাশি চালাচ্ছে। বহু গাড়ি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। তিনি বলেন, প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছি এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য অবিলম্বে প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ত্রাণকাজে সহায়তা করা স্থানীয়দের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। রাজ্য সরকার এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, প্রশাসনের জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলুন ও সতর্ক থাকুন।

পর্তুগাল ও স্পেনে দাবানলের তাণ্ডব: জনজীবন বিপর্যস্ত, জারি রেড অ্যালার্ট

লিসবন, ২৯শে জুলাই : পর্তুগাল ও স্পেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার ১,৩০০ জনেরও বেশি দমকল কর্মী এবং প্রায় ডজনখানেক জলবোমা বিমান তিনটি বড় দাবানল নেভাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলা তীব্র গরমের কারণে কর্তৃপক্ষ দেশের বেশিরভাগ অংশে দাবানলের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করেছে।

লিসবন থেকে প্রায় ৩০০ কিমি (১৮৫ মাইল) উত্তরে আরুকা এলাকায় সোমবার থেকে সবচেয়ে বড় আগুন জ্বলছে। নাগরিক সুরক্ষা পরিষেবা আরুকা থেকে কয়েক ডজন গ্রামবাসীকে সরিয়ে নিয়েছে এবং জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র পাসাদিকোস দো পাইভা-এর মনোরম পথগুলি বন্ধ করে দিয়েছে।

কানেলাস গ্রামের বাসিন্দা রাফায়েল সোয়ারেস হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, 'এটা দেখা অত্যন্ত হতাশাজনক... আমাদের সাহায্য দরকার, আমাদের বিমান সহায়তা দরকার।' তিনি গত সেপ্টেম্বরে ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ দাবানলের কথা স্মরণ করেন, যা আরুকার কাছে ৬,০০০ হেক্টর (১৫,০০০ একর) বনভূমি পুড়িয়ে দিয়েছিল।

তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত খরাকেই এই আগুনের জন্য দায়ী করেছেন, যা এলাকার বনভূমিকে অত্যন্ত শুষ্ক করে তুলেছে।

আরও উত্তরে, স্প্যানিশ সীমান্তের কাছে পেডা-গেরেস জাতীয় উদ্যানে গত শনিবার থেকে একটি দাবানল জ্বলছে। ঘন ধোঁয়ায় সংলগ্ন গ্রামগুলি ঢেকে যাওয়ায় বাসিন্দাদের বেশ কয়েকবার ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

TENDER NOTICE

Sealed quotation for Supplying of Different Planting material related to flower cultivation within Kakraban Agri. Sub-Division, Udaipur, Gomati, Tripura, for a period of 1 (one) year w.e.f (w.e.f September 2025 to August 2026) will be received on 12th August 2025 in the chamber of Superintendent of Agriculture & Farmers welfare, Kakraban, Udaipur, Tripura, from 11 A.M to 3 P.M. For details please visit www.agri.tripura.gov.in.
ICA/C 1641/25

Superintendent of Agriculture
Kakraban Agri. Sub-Division
Udaipur, Gomati, Tripura

PNIT NO: e-PT-22/W/EE/RDAD/2025-26 / Dt. 25/07/2025

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e- tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 01/08/2025 for 01 (one) no work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/1644/25

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PNIT NO:-13 /EE/RD/SNMD/2025-26, Dt. 25/07/2025

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 07/08/2025 for 3 (Three) no. construction work amounting to Rs 1,13,25,606.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
LCA/C/1652/25

Executive Engineer RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541

Notice Inviting Quotation

Sealed quotation from Bonafide (North Tripura District) local cooperative Society/LAMPS/PACS/SHGs/Mahila Mandals/ Marketing society to quote the rate for supply of non recurring items. The list of items available at office of the undersigned in all working days from 11:00 AM to 5:30 P.M.
The sealed quotation will be received from 30/07/2025 to 06/08/2025 upto 01:00 PM. Quotation are likely to be opened in 06/08/2025 at 03:00 PM at the chamber of the District Programme Officer (DISE), Social Welfare & Social Education North Tripura,
Padmapur, Dharmanagar.
All the terms and conditions will be available in the office of the undersigned on all working days during office hours
ICA/C/1648/25

Sd/-
DISE, In-Charge SW&SE Deptt.
North Tripura District
Dharmanagar

PNIe-T NO: 68/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 23/07/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from Reputed Resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre in Tripura for the following work:-
Name of work: Providing, installation and commissioning of 02 Nos. 22 TR and 01(one) no 16.5 Air cooled packaged air conditioner (Inverter type) in the Hall No-1 of Pragna Bhavan, Capital Complex Agartala.
1. DNIeT No: 13/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26.
2. Estimated Cost: Rs 27,90,053.00
3. Earnest Money: Rs 55,801.00
4. Bid Fee : Rs 1,000.00
5. Period for completion: 60(Sixty) days
6. Last date & time for online Bidding: 08/08/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 1639/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD, Agartala

যোজনা তথা বাস্তুকলা বিদ্যালয়, বিজয়বাড়া
School of Planning and Architecture, Vijayawada
An Institute of National Importance, Ministry of Education, Govt. of India
Survey No.4/4, ITI Road, Vijayawada – 520 008, AP., India.

No. 01/SPAV/Acad./PG-SPOTROUND/2025-26 Date:30-07-2025

NOTIFICATION FOR SPOT ROUND - (through Direct Admissions) including sponsored category seats for Post Graduate Programmes for the Academic Year 2025-26

SPA Vijayawada announces Direct Admissions to Master's Degree in Architecture, Planning, Building Engineering & Management and Design in "SPOT ROUND - (through Direct Admissions) including sponsored category seats for Post Graduate Programmes for the Academic Year 2025-26". For further details, fees, admission and application process, please visit our website www.spav.ac.in

Sd/- Registrar

মঙ্গলবার বিজেপি জিলা পরিষদের পক্ষে জনগণের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে জনসংযোগের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ধুলোর সংস্পর্শে আসতেই শুরু হাঁচি?

যে হারে ক্রমে বায়ু দূষণ বাড়ছে, ধুলো-বালি-ধোঁয়াতে বাড়ছে ডাস্ট অ্যালার্জি আক্রান্তর সংখ্যাও। এই সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। এই অ্যালার্জি মূলত ধুলো, ধোঁয়া এসব থেকেই হয়ে থাকে। যার ফলে একটু ধুলোর সংস্পর্শে এলেই হাঁচি-কাশি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বাইরের দূষণকে কোনওভাবেই প্রতিরোধ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে রাস্তায় বেরোলে মাস্ক পরতেই হয়। কিন্তু অনেক সময় নিজের ঘরে বসেও হাঁচি-কাশি শুরু হয়ে যায়। এই অ্যালার্জি সাধারণত ভয়াবহ হয় না। তবে কিছুক্ষেত্রে চিকিৎসা না করলে এটি বড়সড় সমস্যার আকার ধারণ করতে পারে। আপনারও যদি ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে তাহলে দেখে নিন কীভাবে এই সমস্যা থেকে আরাম পাবেন। ডাস্ট যখন আমাদের নাসারন্ধ্রের বা চোখের সংস্পর্শে আসে তখন অনেকের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয় ডাস্ট অ্যালার্জির কারণ ও লক্ষণ বাতাসে যে ধুলাবালি, বালুকণা, বিভিন্ন ধোঁয়া, কেমিক্যাল, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া থাকে এগুলোকে ডাস্ট বলা হয়ে থাকে। এসব ডাস্ট যখন আমাদের নাসারন্ধ্রের বা চোখের সংস্পর্শে আসে তখন অনেকের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয়। প্রথমে সামান্য রিঅ্যাকশন হয়, এরপর যখন আবার নাক কিংবা চোখের সংস্পর্শে ডাস্ট আসে তখন অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন বেশি হয়। শীতকালে এবং বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সময় বাতাস অনেক বেশি শুষ্ক থাকে। তখন বাতাসে এই ডাস্টের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফুলের রেণু, বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এগুলো খালি চোখে সবসময় দেখা যায় না। যে কারণে এই সময়ে ডাস্ট অ্যালার্জির মাত্রাও বেড়ে যায় অন্য সময়ের তুলনায়। যদিও কমবেশি অনেকেরই এই অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়। তবে অ্যালার্জির সমস্যা কারো কারো বংশগতও হতে পারে। পরিবারে কারো যদি অ্যালার্জির সমস্যা থাকে তাহলে তাদের অ্যালার্জির মাত্রা বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ডাস্ট থেকে যে অ্যালার্জি যেসব উপসর্গ দেখা যায়- ডাস্ট অ্যালার্জির কারণে অনেকের নাক দিয়ে অনবরত জল পড়ে। প্রথমে কম হয়, ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। অনবরত হাঁচি হয়। কারো কারো সর্দি হয়, কাশি হয়। কারো কারো বুক চেপে আসে। ডাস্ট যদি শ্বাসনালীর নিচের দিকে আসে তাহলে অনেকের অ্যাজমার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। অনেকের শ্বাসকষ্ট হয়। ডাস্ট চোখের সংস্পর্শে আসলে চোখ চুলকায়, লাল হয়ে যায়, জল পড়ে, এমনকি এর থেকে কনজাংটিভাইটিসও হতে পারে।

ত্বকের সংস্পর্শে আসলে ত্বকে চুলকানি, র‍্যাশ ও বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পারে। ডাস্টের সঙ্গে ক্যামিকেল মিশ্রিত থাকলে ক্যামিকেল রিঅ্যাকশন হতে পারে শরীরে। ডাস্টের সঙ্গে ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া মিশে থাকে। ডাস্টে বিভিন্ন রোগের জীবাণু মিশে থাকার ফলে বিভিন্ন রোগ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। যেমন- যক্ষ্মার জীবাণু থাকলে যক্ষ্মা হতে পারে, ভাইরাল ডিজিজ হতে পারে। ত্বকের সংস্পর্শে আসলে ত্বকে চুলকানি, র‍্যাশ ও বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পারে ডাস্ট অ্যালার্জির প্রতিকার। যাদের অ্যালার্জির মাত্রা বেশি থাকে তাদের বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব। তবে বলা বাহুল্য অ্যালার্জির সমস্যা কখনো পুরোপুরি সেরে যায় না। তাই অ্যালার্জিকে প্রতিরোধ করাই সবচেয়ে ভালো উপায়। এক্ষেত্রে যেসব বিষয় মেনে চললে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করা যেতে পারে- ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং ঘর পরিষ্কার করার সময় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ঘরের বাইরে গেলেও সবসময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। যথাসম্ভব ধুলাবালি এড়িয়ে চলতে হবে। বাইরে থেকে এসে মুখ, হাত-পা জল দিয়ে ধুতে হবে। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে নিজেকে। প্রতিদিনের ব্যবহৃত পোশাক ময়লা হলে নিয়মিত ধুতে হবে ভালোভাবে। প্রতিদিন ব্যবহৃত বালিশ, মশারি মাঝেমাঝে রোদে দিতে হবে। বিছানার চাদর, বালিশের কাভার, মশারি ময়লা হলে ধুয়ে নিতে হবে। সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। পর্যাপ্ত সময় ঘুমাতে হবে। ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার করতে হবে। অ্যালার্জির সমস্যার বিরুদ্ধে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলবে যেসব খাবার বাদাম: শুকনো ফল এবং বাদাম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যে উন্নতি করে সে কথা সবাই জানে। শুকনো ফল এবং বাদাম রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে যার ফলে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই রোজ নিয়ম করে কাজু, আখরোট, কাঠবাদাম খাওয়ার চেষ্টা করুন। গ্রিন টি: অর্গানিক গ্রিন টি রোজ খাওয়া শরীরের জন্য ভালো। স্বাস্থ্যবিদরা পরামর্শ দেন দিনে দু-তিন বার অর্গানিক গ্রিন টি খাওয়ার জন্য। এর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট অ্যালার্জির সমস্যার সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে। চোখে লাল ভাব, র‍্যাশ বেরোনোর সমস্যা রুখতে এটি বিশেষ কার্যকর। হলুদ: কাঁচা হলুদ এ অ্যান্টি- ব্যাক্টেরিয়াল গুণ অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই আপনার ধুলোবালিতে অ্যালার্জি থাকলে রোজ নিয়ম করে গরম দুধে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন। অথবা খেতে পারেন কাঁচা হলুদ। এতে উপকার বেশি পাবেন।

দুগ্ধজাত পদার্থ: খাওয়ার পাতে রাখুন টক দই, ছানা, লস্যি। এদের প্রোবায়োটিক উপাদান অসুখের জীবাণুর সঙ্গে যেমন লড়ে, তেমনই শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং, ধুলোবালি থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

দারচিনি: হেঁশেলের এই মশলাটিও শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। রোজের ডায়েটে দারচিনি দেওয়া চা রাখতে পারেন। এতে শরীর থেকে দূষিত পদার্থগুলি দূর হবে আর অ্যালার্জির সমস্যা থেকেও রেহাই পাবেন। জলের ভিতরেও একটি দারচিনির টুকরো ফেলে রেখে দিতে পারেন। তার পর সারা দিন ধরে সেই জলে চুমুক দিলেও উপকার পাবেন

আপনারও যদি ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে তাহলে ঘর পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি সুষম খাবার খেতে হবে শিশু এবং বয়স্ক যারা, যাদের কোমরবিডিটি রয়েছে, অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে এবং যাদের শরীরের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের মাত্রা অনেক বেশি হয় তারা বাইরে কম যাবেন, জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে। বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিতে হবে। এগুলো অ্যালার্জি কমাতে সরাসরি প্রভাব ফেলে না। কিন্তু শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

শাড়ির সাজে দেখাবে সুন্দর

পুজো আসতে আর মাত্র কয় দিন বাকি! পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। শাড়ির দোকানে ভিড় জমতে শুরু করেছে। ইদানীং অল্প বয়সিদের মধ্যে শাড়ি পরার প্রবণতা চোখে পড়ার মতো। অফিসের পার্টি হোক কিংবা পুজো, মেয়েদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকে শাড়িই।

কেউ বেছে নিচ্ছেন হ্যান্ডলুম, কেউ আবার মোডাল সিল্ক, কেউ পছন্দ করছেন অরগ্যাঞ্জা, কেউ মহেশ্বরী। তবে শাড়ি পরার সময়ে নানা ঝক্কি সামলাতে হয় অনেককেই। পুজোয় শাড়ি পরে ঘুরতে হলে জানতে হবে হবে সঠিক কায়দা। জেনে নিন কী ভাবে শাড়ি পরলে তা আর ঝক্কির মনে হবে না।

১) সেফটি পিনের জন্য অনেক ভাল শাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। দামি শাড়ি সেফটি পিনের কারণে ছিঁড়ে গেলে আক্ষেপের শেষ থাকে না। শাড়ির আঁচল হোক কিংবা প্লিটে, সেফটি পিন লাগানোর সময়ে কাগজের ছোট টুকরো, চুলের কাঁটায় লাগানো মুক্ত কিংবা বোতাম সেফটি পিনে ঢুকিয়ে নিলেই হবে সমস্যার সমাধান।

২) শাড়িতে যত কুঁচি পড়বে, দেখতে ততই ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে শাড়িটি প্রথম কোথায় গুজছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। নাভি থেকে ডান দিকে সরিয়ে শাড়ির কোনা গুঁজতে শুরু করুন। তা হলেই বেশি কুঁচি পড়বে।

৩) অনেকেই অনুষ্ঠানে একটু কারুকাজ করা জুতো পরেন। কিন্তু হাঁটার সময়ে তাতে শাড়ি আটকে ছিঁড়ে যেতে পারে। এই সমস্যা এড়াতে জুতোর উপর মোমের ফোটা ফেলে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঘষে নিতে হবে। তা হলে জুতোর চাকচিক্যও বাড়বে আর জুতোর উপরে থাকা পাথরের তীক্ষ্ণতাও কমবে। হিল পরলে শাড়ি পরার আগে জুতো পরে নিন। তাহলে শাড়ি উঁচু লাগবে না। ৪) অনেকেই মনে করেন, শাড়ি পরলেই দেখতে মোটা লাগে। তেমনটা না চাইলে প্লিট করে শাড়ি পড়ার সময় সব সময় খেয়াল করতে হবে যেন প্লিট কাঁধের বাইরে বেরিয়ে না যায়, সরু প্লিট করে শাড়ি পরলে দেখতে রোগা লাগে। প্লিট করতে হলে চওড়া পাড়ের শাড়ি এড়িয়ে চলাই ভাল। শাড়ির সঙ্গে সায়া না পরে শেপওয়্যার পরতে পারেন। এর ফলে শাড়ি শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে, দেখতেও রোগা লাগে।

৫) অনেকের ধারণা শাড়ি পরলে বেঁটে লাগে। প্লিট করে শাড়ি পরার সময়ে আঁচলের দৈর্ঘ্য যেন হাঁটুর নীচে থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আঁচল লম্বা হলে দেখতে বেশ লম্বা লাগবে।

মরশুম বদলের সময়েও স্বাস্থ্য ভালো রাখে খেজুর

একাধিক পুষ্টিগুণে ভরপুর খেজুর ড্রাই ফ্রুটের মধ্যে বেশ উল্লেখ্য। তবে কেবল শীতকালই নয়, অন্যান্য ঋতুতেও খেজুর স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। তবে এটি খাওয়ার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

মরশুম বদলের সময়ে কমবেশি সকলেরই শরীর খারাপ হয়ে থাকে। এদিকে চলতি বছর বসন্তকাল এসে গেলেও দিনে গ্রীষ্মের গরম আর রাতে শীতের ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে অনেক জায়গায়। ফলে ঠান্ডা গরমের খেলে প্রভাব পড়ছে শরীরের ওপর। জ্বর-সর্দি-কাশি-গা ম্যাচ ম্যাচে ছোট থেকে বড় আক্রান্ত অনেকেই। এক্ষেত্রে শরীর সুস্থ্য রাখতে বড় ভরসা হতে পারে মিক্সড ড্রাই ফ্রুটস। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকারী খেজুর। শীতকালই নয়, অন্যান্য ঋতুতেও খেজুর স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী

স্বাস্থ্যের উপকারে খেজুর ড্রাই ফ্রুট - অনেকেই শীতকালে নিয়মিত খেজুর ড্রাই ফ্রুট খেয়ে থাকেন শরীর চাঙ্গা রাখার জন্য। তবে অনেকেরই ধারণা এই ড্রাই ফ্রুটস উপকারী শীতের মরশুমের জন্যই। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খেজুর বসন্ত মৌসুমের ফল না হলেও গ্রীষ্মের সঙ্গে খেজুরের কোনও বিরোধ নেই। বরং মুরশুমী অসুখ থেকে দ্রুত সুস্থ্য হতে এবং রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে এই ড্রাই ফ্রুটস। দেখে নিন কী কী স্বাস্থ্য উপকার পাওয়া যায় খেজুর থেকে।

ব্রেনের সুপারফুড- ব্রেন ফাংশন বাড়ানোর কাজে একাই একশো খেজুর। কারণ, এই ড্রাই ফ্রুটসে এমন কিছু ফ্ল্যাভানয়েডস রয়েছে যা মস্তিষ্কের প্রদাহ প্রশমিত করার কাজে সিদ্ধহস্ত। আর এই কারণেই নিয়মিত খেজুর খেলে বাড়বে স্মৃতিশক্তি। এমনকী এড়িয়ে চলা যাবে অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগের ফাঁদ।

রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে - রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে খেজুর বেশ উপকারী। যাঁদের রক্তে হিমগ্লোবিনের মাত্রা কম রয়েছে, তাঁরা নিয়মিত খেজুর খেতে পারেন। খেজুর খেলে রক্তাল্পতার রোগীদের শারীরিক শক্তিও বাড়বে। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পর অনেক মহিলাই রক্তাল্পতায় ভোগেন। তাঁদের ডায়েটেও খেজুর রাখা জরুরি।

হাড়কে শক্ত করে - অনেকেই বয়স ৩০-এর গণ্ডি পেরনো মাত্রই অস্টিওপোরোসিস এবং অস্টিওআর্থাইটিসের মতো হাড়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। এক্ষেত্রে হাড়ের যত্ন নিতে পারে খেজুর। এই ড্রাই ফ্রুটসে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস, ক্যালশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম। আর এই সমস্ত উপদান হাড়ের জোর বাড়ানোর কাজে সিদ্ধহস্ত।

রাতে ঘুম ভালো হয় - খেজুর শরীরে মেলাটোনিন হরমোন নিঃসরণে সহায়তা করে, যার ফলে রাতে ভাল ঘুম হয়। তাই মানসিক চাপে অনিদ্রাজনিত সমস্যা এড়াতে রোজ খেজুর খেতে পারেন।

মুরশুমী অসুখ থেকে দ্রুত সুস্থ্য হতে এবং রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে খেজুর **সুগার নিয়ন্ত্রণ করে** - ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খেজুর। তাই ডায়াবিটিস রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ মতো দিনে ২ থেকে ৩টি খেজুর খেতেই পারেন।

সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় - মরশুম বদল মানেই ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। এক্ষেত্রে সংক্রমণ ঠেকাতেও ডায়েটে রাখতে পারেন খেজুর। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করতে খেজুর দারুণ উপকারী। যাঁদের অ্যালার্জির ধাত রয়েছে, তাঁরাও খেজুর খেলে উপকার পাবেন।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে - অনেকেরই রোজ সকালে পেট পরিষ্কার হয় না। এই পরিস্থিতিতে রোজ রোজ ল্যাক্সেটিভ খাওয়ার পরিবর্তে দিনে ৪টে খেজুর খেলে উপকার মেলে। খেজুরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফাইবার থাকায় বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কম হয়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীর ডায়েটে এই ড্রাই ফ্রুট থাকাটা মাস্ট।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে - জলদি ওজন ঝরাতে যাঁরা জিমে যাওয়া শুরু করেছেন, তাঁরাও ডায়েটে খেজুর রাখতে পারেন। পরিমিত মাত্রায় খেজুর খেলে ওজন বাড়ে না। তাই শরীরচর্চার আগে চাঙ্গা হতে ও শরীরচর্চার পর ক্লান্তি কাটাতে খেতেই পারেন খেজুর।

ত্বকের যত্ন নেয় - এই ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি এবং ডি যা ত্বকের ইলাস্টিসিটি বজায় রাখে অর্থাৎ ত্বকের গঠন দৃঢ় রাখে। এর ফলে সহজে বলিরেখা বা রিঙ্কেলস দেখা যাবে না ত্বকে। এছাড়াও ত্বক মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে খেজুর।

১০০ গ্রাম খেজুরে রয়েছে ৭ গ্রাম ফ্রাইবার, ২ গ্রাম প্রোটিন, ১৫ শতাংশ পটাসিয়াম, ১৩ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম উপকারের পেতে কখন, কীভাবে খাবেন খেজুর? পুষ্টিবিদরা বলছেন, রোজ খেজুর খাওয়া ভালো তবে এটি খাওয়ার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। কারণ, খেজুরে চিনির পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে একসঙ্গে বেশি খেজুর খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাই খেজুরের পরিমাণের উপর নজর রাখা জরুরি। ২-৪টে খেজুর খেয়ে নিলে উপকার মিলবে বেশি। দিনের যে কোনও সময়ে খেজুর খাওয়া গেলেও সকালে ভিজিয়ে রাখা খেজুর খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভাল। মরশুম বদলের সময়ে তাপমাত্রার হেরফেরের কারণে অনেকেরই দৈহিক তাপমাত্রা কমে যায়। এক্ষেত্রে ঠান্ডা কাটিয়ে শরীর উষ্ণ বা গরম রাখতে অর্থাৎ দৈহিক তাপমাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে এই খেজুর। প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ থাকে খেজুরের মধ্যে। অনেকেই শীতে মিক্সড ড্রাই ফ্রুটস এর মধ্যে খেজুর খেয়ে থাকেন। তবে শীতকাল চলে যেতেই তা খাওয়া বদনঃ করে দেন। পুষ্টিবিদরা বলছেন, ১০০ গ্রাম খেজুরে রয়েছে ৭ গ্রাম ফ্রাইবার, ২ গ্রাম প্রোটিন, ১৫ শতাংশ পটাসিয়াম, ১৩ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম,৪০ শতাংশ কপার, ১৩ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ, ৫ শতাংশ আয়রন ও ভিটামিন বি-৬ রয়েছে ১৫ শতাংশ। ফলে সারাবছরই খেজুর খাওয়া যায়। এর পাশাপাশি বসন্তে শরীর সুস্থ্য রাখতে বসন্ত মৌসুমের ফল ও ডায়েটে রাখা ভালো।

ভয়ঙ্কর কাহিনী

সদ্য লেখিকা সঞ্চারী ভট্টাচার্যের 'ভয়ঙ্করের দশ কাহন' বইটি সমাপ্ত করলাম। 'কালনিদ্রা' গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন, কর্মনিষ্ঠ সূর্যশেখরের কথা। যে তাঁর নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ডাক বহনকারীর কাজ করে যায়। হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বড়লাট রবার্ট সাহেবের হাতেই সমস্ত জরুরি দলিল তুলে দিতে হবে এই প্রতিজ্ঞা ছিল সূর্যশেখরের। সুকান্ত ভট্টাচার্যের, 'রানার ছুটেছে রানার, কাগজের বোঝা হাতে',-র মতোই সূর্যশেখরেরও ছুটে চলা। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও রবার্ট সাহেবের অফিসে জরুরি কাগজপত্র পৌঁছে দেওয়া সূর্যশেখরের, যা সত্যিই রোমহর্ষক। 'অনির্দিষ্ট' গল্পে নিশার বার বার জানতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে রজত আর নিখিলেশ সেই অভিশপ্ত ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে আসেন। ১৯৮৫ সালের দিনাজপুরের কুপু গ্রামের স্মৃতি চারণার মধ্যে দিয়ে রাশি রাশি মৃতদেহ পচে গলে মাটির সঙ্গে লেগে থাকার দৃশ্য ফুটে উঠে। নিশা, রজতের চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়েও কোনক্রমে নিখিলেশের প্রাণ বাঁচানো। সব মিলিয়ে সেই

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

অভিশপ্ত রাত। 'হ্যান্টনের অভিশঙ্কা' গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন, ডাক্তারি পড়ুয়া আয়ুধের কথা। যে শ্রীলঙ্কার নুয়ারা এলিয়া মেডিক্যাল ক্যাম্পে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এক অভিশপ্ত ট্রেনে উঠে কোনওরকমে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়ে চলে আসা। 'ভয়ঙ্করের দশ কাহন' বইয়ের 'ধানসিঁড়ির ঘাট', 'ভয়াল কুয়াশা', 'রাজেন্দ্রপুরের আতঙ্ক', 'দুর্বোধ্য', 'বিনাশ', 'সংহর্তা' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি গা ছমছমে ভুতুড়ে কাহানীর খাতায় নাম লেখায়।

(প্রকাশনী--বাংলাপ্রকাশ
মূল্য--৩৯০ টাকা)

ব্রেকফাস্টে পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা দিনের শুরুতে জলখাবারে জেলি দিয়ে পাউরুটি খান কিংবা খালি পেটে মধু দিয়ে রসুন খান। পেট ভরাতে, শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে এমন অনেক খাবার আমরা খেয়ে থাকি। কিন্তু কোন খাবার আমাদের জন্য উপকারী আর কোনটা শরীরের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে, এটা অনেকেই জানি না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েও শরীরে গোলমাল দেখা দিচ্ছে। এটা হল ভুল খাবারের সংমিশ্রণের কারণে ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হজম ক্ষমতার জন্যও কিছু কিছু খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। আমরা সকলেই সুস্থ জীবনযাপন করতে চাই। এর জন্য কোন খাবারের সংমিশ্রণগুলো এড়িয়ে চললে ভাল, জেনে নিন

জ্যাম ও পাউরুটি- ব্রেকফাস্টে অনেকেই পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের জন্য ভাল নয়। পাউরুটিতে প্রোটিন ও ফ্যাট কম রয়েছে এবং কার্ব বেশি মাত্রায় রয়েছে। অন্যদিকে, জ্যামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিনি রয়েছে যা আপনাকে এক ঘণ্টার জন্য শক্তি প্রদান করতে পারে। কিন্তু তারপরেই আপনার খিদে পাবে এবং মেটাবলিজম ধীর হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে এটি পেটের সমস্যা তৈরি করবে। চা কিংবা কফির সঙ্গে পালং শাকের পরোটা- পরোটার সঙ্গে চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস বাঙালির বেশ পুরনো। এখন শীতের মরশুমে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে পালং শাকের পরোটাও নিশ্চয়ই রাঁধছেন। কিন্তু তা বলে পালং শাকের পরোটার সঙ্গে চা-কফি পান করবেন না। এতে শরীরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চায়ের মধ্যে পলিফেনল ও ট্যানিন এবং কফির মধ্যে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরকে আয়রন শোষণে বাধা দেয়। অন্যদিকে পালং শাক আয়রন সমৃদ্ধ। সুতরাং, এই সংমিশ্রণ আপনার শরীরে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি করতে পারে। দুধের সঙ্গে ফল- দুধ ও ফল দুটোই কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার। কিন্তু এই দুটো একসঙ্গে খেলে আর 'স্বাস্থ্যকর' থাকবে না। অনেকেই দুধে বিভিন্ন ফল দিয়ে স্মুদি বানান। এই ভুল একদম নয়। বিশেষত লেবু জাতীয় ফল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল দুধের সঙ্গে খাবেন না। এতে দুধ এবং ফল উভয়েরই পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। পিতার সঙ্গে সোডা- পিতা অর্ডার করার সঙ্গে এক বোতল ঠান্ডা সোডাযুক্ত পানীয়ও অর্ডার করে দেন। এই ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। কিন্তু এটা আমাদের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পিতার সঙ্গে সোডাযুক্ত পানীয় আমাদের হজম স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এতে হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

হাঁসের মাংসের মালাইকারি

কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। এই জুটি কিন্তু শুধু গা গরম করবে না, সঙ্গে শীতের পেটপুজোয়ে একেবারে মন কেড়ে নেবে। কিন্তু অনেকে মনে করেন বাড়িতে হাঁসের মাংস বানানো বেশ কঠিন। এ ব্যাপারে রেস্তরাঁর শরণাপন্নই হতে হয়। চিন্তা নেই। খুব সহজে বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারবেন হাঁসের মাংসের মালাইকারি। যা যা লাগবে- হাঁস ২টো, নারকেলের দুধ ৬ কাপ, টক দই ১ কাপ, মিষ্টি দই ১ কাপ, কাঁচা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পিঁয়াজ বাটা আধা কাপ, আদা বাটা ৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা-চামচ, বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ৮ চা-চামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরম মশালার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো আধা চা-চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরো, এলাচ ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ৪টি, ঘি আধা কাপ, তেল এক কাপ, নুন পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি, বেরেস্তা আধা কাপ। তৈরি করুন এভাবে- হাঁস পরিষ্কার করে চামড়াসহ টুকরোগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে দুধ, হলুদ মেখে এক ঘণ্টা রাখতে হবে। তেল ও ঘি গরম করে তাতে পিঁয়াজ বাদামি রঙে ভেজে সব বাটা মশলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিয়ে কষাতে হবে। নুন, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, দই দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে ৫ কাপ নারকেলের দুধ ও ২ কাপ গরম জল দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাংস সেদ্ধ না হলে আরও জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে এক কাপ নারকেলের দুধ, বেরেস্তা, গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রেখে তেলের ওপর এলে মালাই দিয়ে নামাতে হবে। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়। কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

পাথেয়...১

মনোরঞ্জন দাস

পর্যায়ে হেঁটে যাওয়া পথ,
সেই পাথেয়।

সময়ের সাথে তুমিও সামিল,
আমিও, সবাই।

সন্ধ্যা নেমেছে সংস্পর্শে, হাঁটা
তো থামবেই অনন্যতায়।

পাত্রীরখোঁজ

রতন দাস

মুখ ভর্তি দাঁড়ি গোঁফ
সাদা কালো ব্রাউনি,
মাথা পুরো চড়া টাক
বাঁকা চোখের চাওনি।

লাল নীল চশমা পরে
কানে লাগানো দুল,
মুখ মৃদু মন্দগতিতে
পাড়ার ঐ মফিকুল।

সুটটাই লাগালো
তালি জিন্স প্যান্টে,
নিজের কোনো বাড়ি নেই
থাকেন তিনি রেন্টে।

কোমরে বাঁধানো বেল্ট
টাইটাই মেপে,
বলা কিছু যায় না
জান তিনি ক্ষেপে।

যাবেন না কি শ্যামপাড়া
পাত্রী খোঁজার যুদ্ধে,
বয়স একটু এগোনোই,
পয়তাল্লিশের উর্ধ্বে।

বিয়ে তিনি করবেন
পাত্রী হবে ফরসা,
সামান্য চাকরিজীবী
ভাবিষ্যতের ভরসা।

খুঁজে চলছে দিন-রাত
খবর পায় যেথা-ই
ছোটে যায় উৎসাহে
অযথা বৃথাই।

অভিযান সেই অতীতের
বয়স যখন যৌবনে,
ষোলোআনা মিলিলেই
জোগাবেন মন-মনে।

চেহারায় সে শ্যামবর্ণা
হালকা ফেকাশে,
একাই সে চারজন
তবুও না কি একা সে।

কাজের কোনো গতি নেই
অজথাই খামখাম,
একাকী খালি ঘরে
মুখে শুধু রাম রাম।

দেখো খুঁজে পাও কী
জানা কোনো পাত্রী,
হবে তোঃ তোমরা-ই
বরের বরযাত্রী।

খুঁজে পেলে যেথা-ই
জানাবে তার ঠিকানায়,
এটুকু তো করা-ইযায়
না হলে রক্ষেনাই।

মঙ্গলবার এআইএসইসি'র ত্রিপুরা বিভাগের পক্ষে রাজ্য শিক্ষা অধিকর্তার কাছে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

গাজায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি: ইসরায়েলের হামলায় নিহত ৬০,০০০ ছাড়িয়েছে, বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ

গাজা উপত্যকা, ২৯ জুলাই : ইসরায়েলের লাগাতার হামলার মুখে গাজা উপত্যকায় 'দুর্ভিক্ষের চরমতম পরিস্থিতি' তৈরি হচ্ছে বলে মঙ্গলবার বিশ্ব ক্ষুধা বিষয়ক শীর্ষস্থানীয় সংস্থা জানিয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলি আক্রমণে নিহত ফিলিস্তিনিদের মোট সংখ্যা ৬০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে।

ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন তাদের সতর্কবার্তায় বলেছে, 'ক্রমবর্ধমান প্রমাণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাপক অনাহার, অপুষ্টি এবং রোগব্যাধি ক্ষুধা-সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।' আইপিসি জোর দিয়ে বলেছে যে তাদের এই সতর্কবার্তা কেবল একটি ''সতর্কতা'' এবং এটি কোনো আনুষ্ঠানিক 'দুর্ভিক্ষের শ্রেণিবিন্যাস' নয়।

ইসরায়েলের সামরিক অভিযান এবং কঠোর ত্রাণ নিষেধাজ্ঞার কারণে সৃষ্ট তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে গাজায় অনাহারে মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এই সতর্কবার্তা এসেছে।

সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উদ্বেগের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, এটি 'বাস্তব অনাহার' এর সমতুল্য যা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর অবস্থানের থেকে ভিন্ন।আন্তর্জাতিক ক্ষোভ চরমে পৌঁছলে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গত সপ্তাহান্তে গাজায় আরও ত্রাণ সরবরাহের অনুমতি দেওয়ার জন্য সীমিত সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতি শুরু করে। কিন্তু ত্রাণ সংস্থাগুলো সতর্ক করে দিয়েছে যে এই সামান্য ত্রাণ দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য যথেষ্ট নয়। মে মাসে কঠোর অবরোধ তুলে নেওয়ার পর, যা খাদ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল, ইসরায়েল কয়েক সপ্তাহ ধরে এই অঞ্চলে শুধুমাত্র সীমিত পরিমাণে ত্রাণ প্রবেশ করতে দিয়েছে।

আইপিসি নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বারা দুর্ভিক্ষ চলছে কিনা তা নির্ণয়ের 'প্রাথমিক ব্যবস্থা' হিসাবে বিবেচনা করে, তবে সাধারণত তারা নিজে এই ধরনের পদবি দেয় না। তবে মঙ্গলবার তারা জানিয়েছে যে নতুন তথ্য উপলব্ধ হওয়ায়, একটি নতুন আইপিসি বিশ্লেষণ 'অবিলম্বে' পরিচালনা করা হবে।

প্রতিবেদনটি সংস্থাটির এযাবতকালের সবচেয়ে ভয়াবহ সতর্কবার্তা। আইপিসি বলেছে, 'শত্রুতা বন্ধ করতে এবং অবাধ, বৃহৎ আকারের, জীবন রক্ষাকারী মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।' তারা আরও বলেছে, 'এটিই আরও মৃত্যু এবং ভয়াবহ মানবিক দুর্ভোগ বন্ধ করার একমাত্র পথ।'

নেতানিয়াহুর কার্যালয় মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে ইসরায়েল 'আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলির সাথে কাজ চালিয়ে যাবে যাতে গাজা উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে মানবিক সহায়তা প্রবাহিত হয়।' বিবৃতিতে সপ্তাহান্তে বাস্তবায়িত পদক্ষেপগুলির কথাও উল্লেখ করা হয়।

তারা বলেছে, গাজার পরিস্থিতি 'কঠিন', তবে দাবি করেছে যে হামাস 'মানবিক সংকটের ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করে' উপকৃত হয়েছে। আইপিসি জানিয়েছে যে মে থেকে জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে গাজায় চরম ক্ষুধার সম্মুখীন হওয়া পরিবারের অনুপাত দ্বিগুণ হয়েছে এবং স্ট্রিপের বেশিরভাগ এলাকায় দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্য গ্রহণের সীমা ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে।

আইপিসি আরও যোগ করেছে, 'জুলাই মাসের প্রথমার্ধে অপুষ্টি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গাজা শহরে এটি দুর্ভিক্ষের সীমা অতিক্রম করেছে।' আইপিসি জানিয়েছে যে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ২০,০০০ এরও বেশি শিশুকে তীব্র অপুষ্টির জন্য চিকিৎসাধীন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩,০০০ এরও বেশি মারাত্মকভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। হাসপাতালগুলি 'পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষুধা-সম্পর্কিত মৃত্যুর দ্রুত বৃদ্ধি' জানিয়েছে।

সি এআর ই -এর গাজা প্রতিক্রিয়া পরিচালক বেকি রায়ান, যারা বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা মোকাবেলায় কাজ করে এবং আইপিসি-তে অংশ নেয়, ফোনে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এটা অবাক করার মতো নয়। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে এটাই দেখছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন যে সংস্থার কর্মীরাও 'আমাদের চোখের সামনে পাতলা হয়ে যাচ্ছে।'

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মোট নিহতের সংখ্যা ৬০, ০৩৪ জনে পৌঁছেছে। একদিন আগে তারা জানিয়েছিল যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ১৫০ জন অপুষ্টিতে মারা গেছেন, যার মধ্যে অন্তত ৮৮ জন শিশু রয়েছে। ৭ অক্টোবর হামাস-নেতৃত্বাধীন আক্রমণে প্রায় ১,২০০ জন নিহত এবং প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করার পর ইসরায়েল গাজায় তাদের অভিযান শুরু করে, যা কয়েক দশকের সংঘাতের একটি বড় বৃদ্ধি চিহ্নিত করে।

তারপর থেকে, ইসরায়েল গণহত্যার ক্রমবর্ধমান অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে দক্ষিণ আফ্রিকার দায়ের করা একটি চলমান মামলাও রয়েছে। সোমবার দুটি বিশিষ্ট ইসরায়েলি মানবাধিকার গোষ্ঠী,বি''তেসেলেম এবং ফিজিশিয়ান ফর হিউম্যান রাইটস-ইসরায়েল, এই অভিযোগের প্রতিধ্বনি করে জানিয়েছে যে তাদের দেশ গণহত্যা চালাচ্ছে।ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ইসরায়েল নিয়মিতভাবে তাদের ত্রাণ নিষেধাজ্ঞা এবং ব্যাপকভাবে নিন্দিত একটি নতুন বিতরণ ব্যবস্থার প্রবর্তনকে এই যুক্তি দিয়ে রক্ষা করেছে যে হামাস যুদ্ধ জুড়ে গাজার বেসামরিক নাগরিকদের কাছ থেকে ত্রাণ সরিয়ে নিচ্ছে। তবে মার্কিন সরকারের একটি অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণে হামাসের দ্বারা ত্রাণ সামগ্রীর পদ্ধতিগত চুরির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে এনবিসি নিউজকে দেখানো একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, যা স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আইডএফ এই রিপোর্টকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে বাতিল করে দিয়েছে।

আইপিসি এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে ২০১১ সালে সোমালিয়া, ২০১৭ এবং ২০২০ সালে দক্ষিণ সুদান এবং গত বছর সুদানের পশ্চিম দারফুর অঞ্চলের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত।সাধারণত, জাতিসংঘের কর্মকর্তা বা সরকারগুলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়, যা প্রায়শই আইপিসি-এর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে হয়।

আইপিসি, যা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সংস্থার বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা পরিমাপের জন্য একটি পাঁচ-পর্যায়ের সূচক ব্যবহার করে, যেখানে পঞ্চম পর্যায়টি বিপর্যয় বা দুর্ভিক্ষ নির্দেশ করে।

এর মধ্যে রয়েছে: যখন অন্তত ২০ু পরিবারের খাদ্যের চরম অভাব থাকে; যখন ৩০ু শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে; এবং যখন প্রতি ১০,০০০ জনের মধ্যে প্রতিদিন দুই প্রাপ্তবয়স্ক বা চারটি শিশু অনাহারে বা এর জটিলতায় মারা যাচ্ছে।

ইসরায়েল গাজায় প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে সীমিত করায়, উপাত্ত সংগ্রহ ও মূল্যায়ন কঠিন হওয়ায় গাজা এই যোগ্যতা পূরণ করে কিনা তা মূল্যায়ন করা বিশেষভাবে কঠিন। আইপিসি তাদের সর্বশেষ রিপোর্টে বলেছে যে গাজা 'এখনও দুর্ভিক্ষের গুরুতর ঝুঁকির সম্মুখীন।' তারা বলেছে, সমগ্র অঞ্চলটি চতুর্থ পর্যায়ের 'জরুরী' অবস্থায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে জনসংখ্যার অন্তত ২২ু পঞ্চম পর্যায়ে রয়েছে।

অপারেশন সিঁদুরের পেছনে

● প্রথম পাতার পর

দাবি করেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নিজেই সংসদে বলেন, অপারেশন শুরু হয় ১:০৫ মিনিটে এবং ১:৩৫ মিনিটে ভারত পাকিস্তানকে জানিয়ে দেয় যে আমরা কেবল অ-সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছি এবং সংঘাত বাড়াতে চাই না।

রাহুল বলেন, এই কথা আমার নয়, এই কথা ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যখন আপনি হামলা করছেন, তখন আপনি পাকিস্তানকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে আমরা তাদের সেনাবাহিনী বা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে হামলা করব না, এটাই কি অপারেশনাল স্বাধীনতা? নাকি আত্মসমর্পণ?

রাহুল গান্ধীর আরও অভিযোগ, মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই ভারতীয় ডিজিএমও-কে যুদ্ধ থামাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আপনারাই বলেন, ১:৩৫ মিনিটে পাকিস্তানকে জানিয়ে দেন যে আমরা সংঘাত চাই না। আপনি স্পষ্ট করে বলেন, আমরা তোমাদের সেনাবাহিনী বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করব না। তিনি বলেন, যদি আপনি সেনাবাহিনী ব্যবহার করতে চান, তাহলে ১০০ু রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা দরকার। সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিন।

রাহুল গান্ধী দাবি করেন, অপারেশনের সময় ভারতীয় বিমান হারানোর জন্য দায়ী ছিল সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সামরিক ভুল নয়। তিনি বলেন, বিমান ধ্বংস হয়েছে কারণ সরকার সেনাবাহিনীকে বলেছিল পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স ইনস্টলেশন লক্ষ্য না করতে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাইলটদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে হামলা না করেন।

রাহুল গান্ধীর বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি সরকারের কৌশলগত সিদ্ধান্ত ও যুদ্ধ পরিচালনার স্বাধীনতা নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, একদিকে ভারত পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে আঘাত হানে, আবার অন্যদিকে একই সময়ে তাদের জানায় যে সংঘাত চায় না। এটি সশস্ত্র বাহিনীর কার্যক্ষমতা সীমিত করে এবং বিরুদ্ধ পক্ষের কাছে ভুল বার্তা পাঠায়।

রাজ্যে চলমান ১১টি

● প্রথম পাতার পর

হিসেবে কমলপুর -আমবাসা -গন্ডাতুইসা-অমরপুর - শান্তিরবাজার দুই লেন ও পেভ সোল্ডারের কাজের বিষয়ে জানানো হয়েছে।

বিলোনিয়া - জুলাইবাড়ি সড়কের উন্নীতকরণ ও দুই লেনে প্রশস্তকরনের বিষয়ে বিপ্লব কুমার দেবের প্রশ্নের জবাবে জানানো হয়েছে, ২০২২ এ তা সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও, জমি অধিগ্রহনে বিলম্ব, স্থানীয় কিছু ইস্যু, ইউটিলিটি শিফটিং সহ অনুসাঙ্গিক কিছু কারনে তা বিলম্বিত হয়েছিল, কিন্তু ৩০/০৪/২০২৫ এ এর ফিজিক্যাল প্রগ্রেস প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। কৈলাশহর - ফুলতলি সড়কের দুই লেনে উন্নীত করার বিষয়ে জানানো হয়েছে, এই সড়কটির কাজও প্রায় ৯৬ু সম্পন্ন এবং ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। গোমতি ও মুহুরী নদীর উপরে আরসিসি ব্রিজের কাজ এবং সাব্রুম আগরতলা এপ্রোচ রোডের ব্রিজের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, নদী স্রোতের বাঁধা সহ অনুসাঙ্গিক বিভিন্ন কারনে এই কাজের গতি হ্রাস পেয়েছিল। বর্তমানে এর অগ্রগতি প্রায় ৬১ শতাংশ। গুনমান বজায় রেখে এই কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য কন্ট্রাক্টরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথ্যায় ব্যবস্থা গ্রহণেরও কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।

কৈলাশহর কুর্তি ব্রিজ সেকশন পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি নিয়ে জানানো হয়েছে যে, এই কাজে অধিক বিলম্বের জন্য প্রথম কন্ট্রাকটরকে এই কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে, অন্য সংস্থা টেন্ডারের মাধ্যমে অবশিষ্ট কাজের বরাত পায় ।বর্তমানে কাজের অগ্রগতি প্রায় ১৬ শতাংশ ন চম্পকনগর থেকে খয়েরপুর পর্যন্ত চার লেনে উন্নীত করার বিষয়ে এই পত্রে জানানো হয়েছে, এই কাজটি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এ সম্পন্ন হওয়ার কথা, বর্তমানে কাজের অগ্রগতি প্রায় ২৩ শতাংশ ন লালছড়া - কাঞ্চনপুর সেকশনের বিষয়ে জানানো হয়েছে, এই কাজের তদারকির জন্য কনসালটেনসি আজেনসি নিযুক্ত করা হয়েছে ন তারা কাজের অগ্রগতি ও গুনমান সমস্ত কিছুতে লক্ষ্য রাখছে ।

তৎসঙ্গে ২০২৪ সালে ভারী বন্যায় অনেক সড়কের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রটেকশন ওয়াল ন কোথাও আবার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে ন এই মর্মে জানানো হয়েছে, বন্যা পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত নির্মাণ সারাইয়ায়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ন কমলপুর -আমবাসা -গন্ডাতুইসা-অমরপুর - শান্তিরবাজার দুই লেন (পেভ সোল্ডার) সড়ক টি ধলাই ও দক্ষিন ত্রিপুরার মধ্যে দিয়ে যাবে ন যা ডম্বুর ছবিমুড়ার মত দুটি পর্যন্ত কেন্দ্র হয়ে যায়, যা মৈত্রী সেতু হয়ে চিটাগাং বন্দরের সাথে যোগাযোগের যোগাযোগের অন্যতম পথ হিসেবে উঠে এসেছে ন এই বিষয়ে পত্রে জানানো হয়েছে যে, নিয়ম নীতি অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন

● প্রথম পাতার পর

গান্ধী বলেন, সবার মুখে এখন 'অপারেশন সিঁদুর'। আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর গর্ব করি। কিন্তু কেউ বলে না ২২ এপ্রিল পহেলগামে কী ঘটেছিল। পর্যটকদের পরিবারের সামনেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মানুষ সেখানে গিয়েছিল সরকারের আশ্বাসে। সরকার বলেছিল কাশ্মীরে শান্তি ফিরেছে।

তিনি বলেন, আবহাওয়া ভালো ছিল, উপত্যকা সুন্দর। শুভম দ্বিবেদী নামে এক সদ্যবিবাহিত যুবক তার স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে তারা বৈসারানে পৌঁছেছিলেন। একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক তখনই জঙ্গল থেকে চার জঙ্গি বেরিয়ে আসে। শুভমের সামনেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘণ্টাখানেক ধরে তাণ্ডব চলতে থাকে, একটিও নিরাপত্তাকর্মী সেখানে ছিল না।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, শুভমের স্ত্রীর কথায়, সরকার আমাদের এতিম করে দিল। ঘণ্টাখানেক কারো দেখা মেলেনি। না নিরাপত্তা, না প্রাথমিক চিকিৎসা, কিছুই ছিল না। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, যেখানে প্রতিদিন ১,০০০-১,৫০০ পর্যটক যান, সেখানে নিরাপত্তা কোথায়? প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, কাশ্মীরে সব স্বাভাবিক। তাহলে কেন সাধারণ মানুষকে জঙ্গিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো?

তিনি উল্লেখ করেন, দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট, যা লস্কর-ই-তৈবার সহযোগী সংগঠন, তারা ২০২৩ সালে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষিত হলেও, ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে অন্তত ২৫টি হামলার দায় স্বীকার করেছে, যার মধ্যে রিয়াসি হামলাও রয়েছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, টিআরএফ-কে নিষিদ্ধ করতে এত সময় কেন লাগল? পহেলগাঁওয়ে হামলা কি আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতা নয়? আইবি প্রধান কি পদত্যাগ করেছেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি দায়িত্ব নিয়েছেন? না, একটি শব্দও নয়।''

তিনি ইউপিএ সরকারের উদাহরণ তুলে বলেন, ২৬/১১-র পর আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীও ইস্তফা দিয়েছিলেন। সেদিনই সব জঙ্গিকে খতম করা হয়েছিল, একজনকে ধরা হয়েছিল এবং পরে ফাঁসিও দেওয়া হয়। স্পষ্ট ছিল কে দায়ী। কিন্তু এখন? অমিত শাহের অধীনে পহেলগাম হামলা হয়েছে, মণিপুর এখনো জ্বলছে, দিল্লিতে দাঙ্গা হয়েছে, তবু দায়িত্ব কোথায়?

এদিন লোকসভার বাদল অধিবেশনে ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ''অপারেশন সিঁদুর''-এর পর ১০ মে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ঘোষিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির কথা উল্লেখ করছিলেন। তিনি এই বিষয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, এনএসএ-এর দায়িত্ব নয়?'তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ আমার মায়ের চোখের জলের কথা বলেছেন। আমি এর জবাব দিতে চাই। আমার বাবার যখন সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছিল, তখন আমার মায়ের চোখে জল এসেছিল। আজ যখন আমি সেই ২৬ জন (পহেলগাঁও হামলার শিকার) মানুষের কথা বলছি, কারণ আমি তাদের বেদনা বুঝি।

'সাহেব, আপনি ইতিহাসের কথা বলেন, আমি বর্তমানের কথা বলব। আপনি সবসময় একটি অজুহাত খুঁজেন, আপনি পুরো (গান্ধী) পরিবারের তালিকা দেন... আপনি ১১ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন। গতকাল গৌরব গগৈ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, সেটা কি আপনার দায়িত্ব ছিল না? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ জি সম্মতি দিচ্ছিলেন, কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসছিলেন, কংগ্রেস নেত্রী তাঁর ভাষণে বলেন।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে উত্তপ্ত

● প্রথম পাতার পর

রোধে 'ব্যর্থতা' স্বীকার করার দাবি জানান। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, 'পাহেলগাঁও হামলার জন্য কে দায়ী; যে দায়ী, তার পদত্যাগ করা উচিত।' খাড়্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অহংকার এবং বিরোধীদের চিঠির জবাব না দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, পাহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত থাকা উচিত ছিল, বিহারে প্রচার চালানোর পরিবর্তে। জম্মু ও কাশ্মীর লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নিরাপত্তা ত্রুটি সংক্রান্ত বিবৃতি উল্লেখ করে খাড়্গে সরকারের উপর আক্রমণ করেন এবং বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দায়িত্ব নেওয়া উচিত।'

তিন মাস ধরে বন্ধ

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ দাখিল করা হয়। যদিও জেলা ও ব্লক প্রশাসনের তদন্ত শেষে নবনির্বাচিতদের সনদ প্রদান করা হয়, তারপরও তারা দায়িত্ব নিতে পারছেন না। তাই এরই প্রতিবাদে আজ কদমতলা ব্লকের বিডিও সঞ্জীব দেবনাথকে ঘেরাও করে বিক্ষোভে দেখিয়েছেন সিপিআইএমের কর্মী সর্মথকরা।

তাঁদের দাবি, দ্রুত প্রধান ও উপপ্রধানকে দায়িত্বভার দেওয়া হোক। আজকের এই ঘেরাও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা—কুর্তি বিধানসভার সিপিআই(এম) বিধায়ক ইসলামে উদ্দিন, ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, মহকুমা মণ্ডলীর সদস্য জহুরুল হক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অভিমানী ছাত্রীর মৃত্যু,

● প্রথম পাতার পর

তৃষা মজুমদারের মৃত্যুর ঘটনায় মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিতে রয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষার যুগ্ম পরিচালক লিসা বর্ধন, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওএসডি কাজল কুমার ভৌমিক এবং পশ্চিম জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকের দপ্তরের ওএসডি সুদীপ সরকার।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, স্কুলের এক শিক্ষকের বকুনির পরই ছাত্রীটি চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনার সঠিক তদন্তের জন্যই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটিকে ঘটনাটির সমস্ত দিক নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চালিয়ে আগামীকালের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৭ জুলাই জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তৃষা মজুমদারের। মৃত্যুর আগে সে জানিয়েছে, পরীক্ষার খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বললে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। শিক্ষিকার ব্যবহারে মর্মাহত হয়েই বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে তৃষা। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এক রাজনৈতিক দলকে সুবিধা

● প্রথম পাতার পর

দেশসহ রাজ্যেও নির্বাচনগুলি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। গত সাত বছরে বিভিন্ন নির্বাচনে একের পর এক ভোটের কারচুপি থেকে শুরু করে অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে ভারতের নির্বাচন কমিশন যেভাবে ভোটার তালিকায় সংশোধন করছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

নাবালিকা গণধর্ষিতা

● প্রথম পাতার পর

থানাধীন চাকমাঘাটের তুইমধু এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পর্রবতী সময়ে তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণ দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে জানান, মেলাপাথর গ্রামের হিরন মিয়া নামের এক যুবক তার আরেক সহযোগী তুইমধু গ্রামের অন্তর মিয়া মিলে একটি গাড়িতে করে তুইমধু গ্রামের ১৭ বছর বয়সী এক নাবালিকা'কে পাড়ার দোকানে যাবার পথে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে পার্শবর্তী লিচুবাগানে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনই সময় সরোজ দেববর্মা সহ বেশ কয়েকজন লোক তার গৃহপালিত গবাদি খুঁজতে লিচু বাগানে যায়। তখনই ওই ১৭ বছর বয়সী নাবালিকার চিৎকার শুনে এগিয়ে গিয়েছেন। তখনই দুই অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। পরবর্তীতে সরোজ বাবু এবং তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজনেরা ওই নাবালিকা'কে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় উপস্থিত হয়। পুলিশ অভিযোগ হাতে পেয়ে ঘটনা তদন্তে নামে।তিনি আরও বলেন, এবিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি ধর্ষণের মামলা রুজু হয়। পরবর্তীতে পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করতে ময়দানে নামে। যদিও পুলিশের উপস্থিতি অঁচ করতে পেরে অভিযুক্ত দুই যুবক গা ঢাকা দেয়। ওসি জয়ন্ত কুমার দে জানিয়েছে, , অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে। তবে সভ্য সমাজে এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনায় জনমনে ছিঃ ছিঃ রব।

প্রধানমন্ত্রীর কড়া

● প্রথম পাতার পর

ভারতের বাহিনী তাদের ঘরে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে। তাঁর কথায়, এই হামলার মাধ্যমে সারা বিশ্ব দেখেছে, 'আত্মনির্ভর ভারত' কেমনভাবে সন্ত্রাসের জবাব দেয়। ব্রিকস সহ ১৯৩টি দেশের মধ্যে মাত্র তিনটি দেশ পাকিস্তানকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছে, জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি এদিন অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে বলেন, আমাদের দেশ, বিশ্বের দেশগুলো, সবাই ভারতীয় সেনাকে সমর্থন করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কংগ্রেস সমর্থন করেনি। তারা পহেলগাম হামলার পর শুধু রাজনীতির সুযোগ খুঁজেছে। তিনি আরও বলেন, তথ্য ও প্রপাগান্ডার যুদ্ধেই আজ যুদ্ধের চরিত্র নির্ধারিত হয়। কংগ্রেস নেতারা যদি এই বিষয়ে দায়িত্বশীল না হন, তবে তা সেনাবাহিনীর মনোবল নষ্ট করবে।

বিরোধীদের লক্ষ্য করে মোদী কটাক্ষ করে বলেন, সার্জিকাল স্ট্রাইকের সময় যেমন প্রমাণ চেয়েছিল, এবারও তাই করছিল। কিন্তু এবার বুঝে গেছে, জনতা তা মেনে নেবে না। তাই এখন বলছে, ওরাও নাকি এমন স্ট্রাইক করত! ভাগ্য ভালো, অপারেশন সিঁদুরের কৃতিত্বও দাবি করেনি। মোদী পাহেলগাম হামলাকে ধর্মীয় পরিচয় দেখে পরিকল্পিত গণহত্যা বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জঙ্গিরা পর্যটকদের ধর্ম দেখে গুলি করেছে। এটা ছিল দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির চক্রান্ত ছিল। কিন্তু দেশ একজোট ছিল এবং সেনা তার জবাব দিয়েছে।

বিশ্বের কোন নেতা ভারতকে পাকিস্তানের উপর হামলা বন্ধ করতে বলেননি। সংসদে এ-কথা সাফ জানালেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, গত ৯ মে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স তাঁকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি সেই সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তা বৈঠকে থাকায় ফোন ধরতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে চার-পাঁচবার ফোন করেন। কিন্তু আমি তখন নিরাপত্তা বৈঠকে ছিলাম, ফোন ধরা সম্ভব হয়নি... পরে আমি তাঁকে ফোন করি।

মোদীর দাবি, ভ্যান্স তাঁকে জানান যে পাকিস্তান একটি বড় সামরিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে। মোদীর জবাব ছিল, আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম, যদি পাকিস্তান হামলা করে, তার ফল মারাত্মক হবে। ভারত আরও জোরালো জবাব দেবে। তিনি বলেন, কোনও বিশ্ব নেতা ভারতকে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে বলেননি। বরং পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন (ডিজিএমও) নিজে ভারতীয় ডিজিএমও-কে অনুরোধ করেন হামলা বন্ধ করতে। মোদীর ভাষায়, ওরা বলেছে, 'অনেক মেরেছ, আর সহ্য করতে পারছি না, হামলা বন্ধ করুন'। মোদী কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেন, কংগ্রেস বরাবরই ভারতের সেনাদের আত্মত্যাগ ও সফল অভিযানকে তুচ্ছ করেছে। বালাকোট সার্জিকাল স্ট্রাইকের সময় একাধিক কংগ্রেস নেতা সেই অভিযানের প্রমাণ চেয়েছিল। তিনি বলেন, একজন কংগ্রেস নেতা বলেছে ৩টি স্ট্রাইক হয়েছে, কেউ বলেছে ৬টি, কেউ ১৫টি। নেতা যত বড়, সংখ্যা তত বেশি। ২০১৯ সালে উইং কমান্ডার অভিনন্দন বন্দনা হওয়ার পরেও কিছু কংগ্রেস নেতা খুশি হয়েছিল বলে মোদী অভিযোগ করেন। পাকিস্তান তো খুশি ছিলই, কিন্তু এখানে কংগ্রেসও ভেবেছিল 'মোদি শেষ হয়ে গেল'। কিন্তু অভিনন্দন ফিরে এসেছিল।মোদী বলেন, এপ্রিলের পহালগাম হামলার পাল্টা হিসাবে ২৮ জুন চালানো 'অপারেশন মহাদেব' নিয়েও কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে, কারণ সেই সময় সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা চলছিল। আগে প্রমাণ চাইত, এখন জিজ্ঞেস করছে কেন অপারেশন বন্ধ হল? গোটা দেশ কংগ্রেসকে নিয়ে হাসছে, বিদ্রুপের সুরে বলেন প্রধানমন্ত্রী।মোদী তাঁর বক্তব্যে কংগ্রেসের অতীত কূটনৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে আক্রমণ করে বলেন, নেহরুর আমলের সিন্ধু জল চুক্তি ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় ভুল পদক্ষেপ ছিল। তিনি শুধু তাৎক্ষণিক প্রভাব দেখেছিলেন, দীর্ঘমেয়াদী কুফল বোঝেননি, নেহেরুর সমালোচনা করেন মোদী। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সেই ভুল সংশোধন করেছে। রক্ত ও জল একসাথে বইতে পারে না।তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানকে 'সর্বাধিক পছন্দের দেশ' মর্যাদা ১৯৯৬-এ দেওয়া হয়েছিল এবং ২৬/১১'র মতো হামলার পরও কংগ্রেস সরকার পাকিস্তানের একটিও কূটনীতিক বহিষ্কার করেনি। যখন ওরা রক্ত দিয়ে হোলি খেলেছে, তখন কংগ্রেস কাব্য আসর বসিয়েছে।

তিনি কচ্ছে হস্তান্তর, কার্তারপুর, হাজী পীর পাসের মতো ঐতিহাসিক কূটনৈতিক ভুল তুলে ধরে বলেন, এই সুযোগগুলো নষ্ট না করলে আজ ইতিহাস অন্য রকম হত। মোদীর দাবি, এখন ভারত নিজের কৌশল নিজেই ঠিক করে। তাঁর সরকারের সাহসী পদক্ষেপ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি দেশবাসীকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।

মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ নিষিদ্ধ শব্দ বাজি আটক করে।

তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত কুইশ্যারটিলা এলাকাতে ভগ্নরাস্তা পরিদর্শনে গেলেন স্থানীয় বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুলাই: তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত কুইশ্যারটিলা এলাকাতে ভগ্নরাস্তা পরিদর্শনে গেলেন স্থানীয় বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এলাকাবাসীদের দাবি অনুযায়ী পুরনো ইটের রাস্তা সংস্কার করার আগে পরিদর্শনে গিয়ে সমস্ত খোঁজখবর নিয়েছেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

এই রাস্তা যেহেতু উঁচু জায়গা সন্নিহিত তাই প্রাকৃতিক কারণেই খারাপ হয়ে যায় এই তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি বিধায়িকা শ্রীমতি সাহা রায় দাবি করেছেন, ইতিমধ্যে জেলা শাসকের সাথে কথা হয়েছে, আগামী অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই রাস্তার কাজ শুরু করা হবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি এটাও জানিয়েছেন উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী এই রাস্তার যতটা পেপার ব্লক করা যায় করা হবে, বাকি অংশ ইট বসানো হবে, আক্ষরিক অর্থে এই রাস্তা করার মধ্য দিয়ে সরকার সাধারণ গ্রামবাসীদের মুখে হাসি ফোটাতে চান বলে দাবি করলেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। বিধায়িকার সাথে মঙ্গলবারের এই পরিদর্শনকালে পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান সহ ব্লকের বি.ডি.ও এবং অন্যান্য শীর্ষ ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগম ২০২৫-এর সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠান ধর্মনগর পিএম-শ্রী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুলাই:উত্তর জেলার ধর্মনগর পিএম-শ্রী গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলে আজ অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ শিক্ষা অনুষ্ঠান, যা ছিল জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই 'অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগম ২০২৫' শীর্ষক ভার্চুয়াল সেশনের সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর সঙ্গে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার এবং জয়ন্ত চৌধুরি।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, উত্তর ত্রিপুরা জেলার আটটি পিএম-শ্রী স্কুলের মধ্যে ধর্মনগর গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলকে 'সেরা বিদ্যালয়' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সম্মানজনক স্বীকৃতি বিদ্যালয়ের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত, যা অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।এই বিশেষ দিনে বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক ও ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষকবৃন্দ।

কল্যাণপুরে মৎস্যচাষীদের জন্য বরফ বাক্স ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: আজ কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতি হলে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে 'বন্যাক্রান্ত মৎস্যচাষীদের' জন্য এক গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি ও মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনা ২০২৫-২৬-এর আওতায় বরফ রাখার বাক্স বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ও মৎস্য দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। তাঁরা উপকারভোগী মৎস্যচাষীদের হাতে বরফ বাক্স তুলে দেন। এছাড়াও জানা যায়, গত বছরের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫৬৩ জন মৎস্যচাষীকে ২৮৮০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্যচাষে পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে চাষীদের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে ২০২৫ সালের আইসিসিআর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণের জন্য বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

ঢাকা, ২৯ জুলাই: ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন সোমবার হাই কমিশন প্রাঙ্গণে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর) বৃত্তির ক্ষেত্রে ২০২৫ সালের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীগণকে বিদায় জানাতে একটি বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এ বছর, সারা বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫৫০জন শিক্ষার্থী এই মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বার্মা এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীগণকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁদের অনুরোধ করেন যেন তাঁরা ভারতে তাঁদের শিক্ষাজীবন নিজেদের পেশাগত অগ্রগতি এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নতুন বন্ধুত্বের সেতুবন্ধ গড়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি গভীর ও স্থায়ী বন্ধন বিদ্যমান, যা আমাদের অভিন্ন ইতিহাস ও সংস্কৃতির পাশাপাশি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উভয় দেশের যৌথ ত্যাগের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এই বৃত্তি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণসমাজ এই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার এবং আমাদের যৌথ ভবিষ্যৎ গঠন করার কাজে অবদান রাখছে।

আইসিসিআর বৃত্তি হলো ভারত সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি, যার মাধ্যমে মেধাবী বাংলাদেশি নাগরিকগণ ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

ফের জিবিপি হাসপাতালে চুরি, ১৪ হাজার টাকা খোয়ালেন এক মহিলা

আগরতলা, ২৯ জুলাই: ফের জিবিপি হাসপাতালে চুরির ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আজ সকালে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহন করতে এসে ১৪ হাজার টাকা খোয়ালেন এক মহিলা। তার নাম প্রিয়াঙ্কা দাস , তার বাড়ি অম্পি এলাকায়।

জানা যায়, আজ সকালে তিনি জিবিপি হাসপাতালে এসেছিলেন চিকিৎসা পরিষেবা নিতে। টিকেট কাউন্টারের সামনে কিছুসময় দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকে ডাক্তারের রুমে যান। গিয়ে দেখতে পান ওনার ব্যাগের ভেতরে আর একটি ছোটো ব্যাগে টাকাগুলি ছিল, সেই ব্যাগটি নেই। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও ব্যাগটি পাননি তিনি। এতো বড় হাসপাতালে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ওই মহিলা। ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। তবে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওই মহিলা।

ধর্মনগর নর্থ পয়েন্ট বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বনমহোৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুলাই: ধর্মনগর মহকুমার হরিতলা এলাকায় অবস্থিত নর্থ পয়েন্ট বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আজ অনুষ্ঠিত হলো জেলাভিত্তিক বনমহোৎসব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, এলাকার প্রধান ঝুমা সূত্রধর, উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা, ধর্মনগরের এসডিএফও তাপস দাস ও সুমন মিত্র, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী দাস সেন, এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিদ্যালয়ের পাশে বৃক্ষরোপণ করেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

পরে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত, কবিতা পাঠ, ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বনমহোৎসবের তাৎপর্যকে তুলে ধরেন এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেন।অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, "গাছ প্রত্যেক মানুষের লাগানো উচিত। আমি নিজেও প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় গাছ রোপণ করে থাকি। ধর্মনগরের জন্য আমি একটি স্লোগান দিয়েছি 'ক্লিন ধর্মনগর, গ্রিন ধর্মনগর, লাভ ধর্মনগর'। ইতোমধ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে নিমগাছ লাগানো হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে বট ও অর্জুন গাছও লাগানো হবে।তিনি আরও বলেন, "আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'মাকে নাম এক পের' স্লোগানের মাধ্যমে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় অনেকেই মায়ের নামে বৃক্ষরোপণ করছেন। আসুন, সকলে মিলে ধর্মনগরকে সবুজ করে গড়ে তুলি উ

নিজ বাড়ির পুকুরে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুলাই:নিজ বাড়ির পুকুরে পড়ে গিয়ে মৃত্যু এক মধ্যবয়স্কা মহিলার। মৃত মহিলার নাম অপর্ণা মজুমদার(৪৫)। স্বামী স্বপন মজুমদার, তাদের বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন করিলং এলাকায়।

জানা যায় আজ দুপুর দুটো নাগাদ স্বপন মজুমদার কাজ সেরে বাড়িতে এসে ঘরে স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে ডাকাডাকি শুরু করে। হঠাৎই নজরে আসে নিজ বাড়ির পুকুরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে তার স্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দমকল কর্মীদের খবর দিলে তারা ওই মহিলাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তার মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আত্মীয় পরিজন। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে ব্যাপারে কিছুই বলতে পারেননি ওই ব্যক্তি।

ফটিকরায়ের জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানে পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৯ জুলাই:ফটিকরায়ের জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। নিজ বিধানসভা এলাকার জনগণের সমস্যা সমাধান কল্পে পূর্ত, বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য নিধি দপ্তরের জেলা এবং মহাকুমা স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। বৈঠকে বিগত অর্থ বর্ষের বাজেট বরাদ্দের কতটা কাজ হয়েছে এবং কতটা কাজ বাকি রয়েছে, পাশাপাশি চলতি অর্থ বর্ষের বাজেট বরাদ্দের দ্রুত বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

মঙ্গলবার ফটিকরায়ের আম্বেদকর কলেজের কনফারেন্স হলে এই পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।বৈঠকে পৌরহিত করেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলাশাসক,মহকুমা শাসক, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য নিধি, বিদ্যুৎ এবং পূর্ত দপ্তরের জেলা ও মহকুমা স্তরের আধিকারিকরা।উপস্থিত ছিলেন ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ।

এই পর্যালোচনা বৈঠক প্রসঙ্গে মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান, ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তাঘাটের সমস্যা ,পানীয় জলের ইসু ,বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে।বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন জনগণকে সার্বিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যেই এই বৈঠক।মন্ত্রী আরো জানান ,বর্তমানে ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের কোন স্থানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলির কাজ নিয়ে কোন সমস্যা রয়েছে কিনা সেই বিষয়টিও বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়।তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার গোটা রাজ্যে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিটি এলাকার উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। এই অর্থ কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের বরাদ্দ কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ যেন দ্রুততার সাথে ১০০ শতাংশ বাস্তবায়িত হয় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই পর্যালোচনা বৈঠক বলে জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

কল্যাণপুরে মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনার মধ্য দিয়ে পাঁচ শতাধিক মৎস্য চাষীদের পাশে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ালো মৎস্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৯ জুলাই:কল্যাণপুরে এক অনারম্বর আয়োজনের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনার মধ্য দিয়ে পাঁচ শতাধিক মৎস্য চাষীদের পাশে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ালো মৎস্য দপ্তর।

এই উপলক্ষে কল্যানপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, বিডিও হিমেন্ডু বিকাশ পাল, মৎস্য দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক শম্পা পাল, আতমা কমিটির চেয়ারম্যান নিতাই বল প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমান সময়ে রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে মৎস্য চাষী থেকে শুরু করে সমাজের প্রত্যেকটা অংশের অর্থ সামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। অতীতে কখনো কংগ্রেসের সরকার কখনো কমিউনিস্টদের সরকার থাকলেও শুধুমাত্র রাজনীতি হতো, প্রকৃত অর্থে ২০১৮ এরপর থেকে এই রাজ্যে রাজ্য সরকার সমস্ত অংশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। কল্যাণপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে মৎস্য দপ্তর আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলছিলেন এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ কল্যাণপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি হলে ৫৬৩ জন মৎস্য চাষীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনার আওতায় বিগত বন্যা কালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৮৮০ টাকা করে তুলে দেওয়া হয়, এর পাশাপাশি নির্বাচিত সাত জন মৎস্য চাষীর হাতে আইস বক্স তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ৮৪ জন নির্বাচিত মৎস্যচাষীকে বীমার আওতায় আনার জন্য রেজিস্ট্রেশন পর্ব সম্পন্ন করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই বীমা সম্পন্ন হয়ে গেলে মৎস্য চাষিরা কোন কারণে ক্ষতির শিকার হলে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।

বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী নিজের আলোচনায় আজকের এই উদ্যোগের ব্যাপক প্রশংসা করার পাশাপাশি দাবি করেন এই সময়ের মধ্যে সরকার প্রকৃত অর্থে মানুষকে বাঁচার রাস্তা দেখাচ্ছে।

এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ নিজের আলোচনার মধ্য দিয়ে আজকের এই আয়োজন আগামী দিনে প্রকৃত অর্থে মৎস্য চাষীদের মৎস্য চাষে উৎসাহী করবে বলে আশা প্রকাশ করেন। গোটা অনুষ্ঠান ঘিরে উপস্থিত সকলের মধ্যে দারুন ইতিবাচক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

বিলোনিয়ায় জেলা পর্যায়ে পালিত গুরু পূর্ণিমা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ জুলাই: আজ ২৯ শে জুলাই বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে জেলা পর্যায়ে পালিত হলো গুরু পূর্ণিমা উৎসব। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর জেলা পরিষদ ও পুর পরিষদের উদ্যোগে। উৎসবের উদ্বোধক দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, ভাইস চেয়ারম্যান সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত দীপক দাস, পুর পরিষদের সম্মানিত সদস্য শ অনুপম চক্রবর্তী ও গৌতম দত্ত গুপ্ত। মুখ্য বক্তা ছিলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। প্রদীপ প্রজ্জলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে অন্যষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

এরপর স্বাগত ভাষণ রাখেন দপ্তরের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রাজেশ দেবনাথ, ওনার বক্তব্যের পর ভাষণ রাখেন উদ্বোধক তথা সভাধিপতি দীপক দত্ত, তিনি বলেন ছাত্র ছাত্রীরা বড় অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক জটিল হচ্ছে। গুরু শিষ্য পরম্পরায় প্রশ্ন চিহ্ন, এগুলি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে, এগুলি নিয়ে না ভাবলে আগামী দিন অন্ধকারময়, তাই শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে এই জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। ছাত্র শিক্ষক প্রত্যেকে সংযমী হতে হবে, তাহলেই এইসব পরম্পরা রক্ষা পাবে। মুখ্য বক্তা সুব্রত চক্রবর্তী বলেন আজ আমরা এক জটিল অবস্থার মুখে দাঁড়িয়ে, তিনি ব্যাসদেব প্রসঙ্গ টেনে গুরু পরম্পরার বিষয় গুলো তুলে ধরেন, তিনি বলেন মা হলো আমাদের প্রথম গুরু, তারপর অন্য সব, মা ই আমাদের মধ্যে ভবিষ্যতের বীজ বপন করেন, আর অন্যরা সেই বীজকে লালন পালন করে মহিরুহে পরিবর্তিত করেন। গুরুদের সম্নান করতে হবে, গুরুর দেখানো পথে চলতে হবে, তবেই না দেশের ও দশের মধ্যে সেরা হতে পারবে। পাশাপাশি মোবাইল প্রসঙ্গ টেনে মোবাইলের অপকারিতা উপকারিতা দুটো নিয়ে মত প্রকাশ, বলেন ভালোটা নিন, মোবাইল ও ভালো গুরু, ভালো বন্ধু হতে পারে চলার পথে। অতিথিদের বক্তব্য শেষে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেমোট ১৫ জনকে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকে গড়ার কাজে ভালো অবদান রেখেছেন তাঁদের সম্মানিত করা হয়। সম্মাননা প্রদান শেষে সৃজন ড্যান্স একাডেমির পক্ষ থেকে শিশু শিল্পীরা পরিবেশন করে সমবেতে নৃত্য।

রাস্তার বেহাল দশা সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ জুলাই: মানিক্যনগর কালীবাড়ি হইতে কলমচৌড়া যাবার বাইপাস রাস্তার বেহাল অবস্থা। রাস্তার অবস্থা এতটাই বেহাল, চলাচলের অযোগ্য গর্ত, কাদামাটি জল একাকার হয়ে যেন ধানি জমিতে ধান গাছের চারা রোপন করার উপযুক্ত হয়ে রয়েছে।

মানিক্যনগর এলাকাবাসীর অভিযোগ, মানিকনগর কালীবাড়ি হইতে কলমচৌড়া যাবার বাইপাস রাস্তাটির চেহারা খুবই খারাপ। গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে ব্লক মন্ডল এমনকি বিধায়ক পর্যন্ত বারবার দাবি করে আসছেন, যে রাস্তার অবস্থা খুবই বেহাল চলাচলের অনুপযুক্ত স্কুলের কচিকাঁচা শিশুরা এমনকি গর্ভবতী রোগী সে রাস্তা দিয়ে পারাপার হওয়া খুবই কষ্ট। প্রায় সময় গাড়ির চাকা গর্তে পড়ে যায় তৎক্ষণাৎ গ্রামবাসী এসে ধাক্কা লাগিয়ে কোন রকমে গাড়ী গুলোকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

দীর্ঘ ৪-৫ বছর ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা, গ্রামবাসী রাস্তা মেরামতের জন্য দাবী করলে তখন, প্রধান বিধায়ক মন্ডল সবাই বলেন করে দেবো, করে দেবো কিন্তু আশ্বাসের বাণী শোনাচ্ছেন কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই তারা এখন নিজেদের উদ্যোগে রাস্ত ড্রেন, মাটি কাদা সরিয়ে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করছেন। তারপরও তারা সরকারের নিকট রাস্তার বেহাল পরিসেবার দিকে নজর দিয়ে জনমুখী উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য আবেদন করছেন।

এনডিপিএস মামলায় দুই অভিযুক্তের কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই:বিশেষ এনডিপিএস আদালতের রায়ে মাদক সংক্রান্ত এক মামলায় দুই অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়েছে। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে অভিযুক্তদের।

দণ্ডপ্রাপ্ত দুইজন হলেন রেলসি হলাম (২৮), পিতা রিংডনডিল হলাম এবং থাংলিয়ানমোনি হলাম (৩৭)। উভয়েরই বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার বাগবাসা থানার নোয়া গাং এলাকায়।

এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় প্রদান করেন এনডিপিএস স্পেশাল কোর্টের বিচারক অংশুমান দেববর্মা। মামলায় সরকার পক্ষের বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর (স্পেশাল পিপি) হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন আইনজীবী পার্থ পাল।

ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা সংকটে, ডেপুটেশন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন-এর

আগরতলা, ২৯ জুলাই: অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি ত্রিপুরার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আজ চার দফা দাবিতে কমিটির সদস্যরা শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

কমিটির বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যের বহু স্কুলে শিক্ষক সংকট চরমে পৌঁছেছে। কোথাও কোথাও একজন শিক্ষকই পুরো বিদ্যালয় চালাচ্ছেন। পরিকাঠামোরও মারাত্মক অভাব দেখা দিয়েছে। উপরন্তু, শিক্ষকদের পঠনপাঠনের বাইরে প্রশাসনিক দায়িত্বও চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা শিক্ষার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

কমিটির অভিযোগ, এতদিন রাজ্যের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বাংলা মাধ্যমে পাঠদান ও ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন-এর অধীনেই শিক্ষা কার্যক্রম চলছিল। কিন্তু ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হওয়ার পর সরকার হঠাৎ করে ১২৫টি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়কে 'বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প'-এর আওতায় এনে পাঠ্যক্রম ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তর করে ও সিবিএসই বোর্ডের অধীনস্থ করে দেয়। কিন্তু এসব স্কুলে নেই পর্যাপ্ত ইংরেজি শিক্ষাদানযোগ্য শিক্ষক, ফলে ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, উন্নয়ন ফি ও অন্যান্য ফি বাবদ প্রতি বছর মোটা অংকের টাকা আদায় করায় গরিব পরিবারের শিক্ষার্থীরা আর্থিক চাপ সামলাতে না পেরে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে, ইংরেজি মাধ্যমে হঠাৎ পরীক্ষা দিতে গিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে, ফলে বহু শিক্ষার্থীর পড়াশোনা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কমিটির আরও অভিযোগ, একদিকে সরকার একের পর এক স্কুল 'বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প'-এ অন্তর্ভুক্ত করছে, অন্যদিকে সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যে ৫২২টি সরকারি স্কুল বন্ধ করা হয়েছে এবং আরও ৯৬৫টি স্কুল বন্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে। যা রাজ্যের গরিব ও প্রান্তিক পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার হরণ করছে বলে মনে করছে এ আই এস ই সি।

দাবিগুলো হল, অবিলম্বে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করতে হবে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, কোনো অজুহাতে সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করা চলবে না এবং রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যদি রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার এই সংকটে দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে তারা বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটবে।

শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অগ্রগতি সম্ভব নয় : মন্ত্রী বিকাশ

আগরতলা, ২৯ জুলাই :কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে আজ মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অন্তর্গত নুনাছড়া এডিসি ভিলেজের নবজয় রিয়াং পাড়া জে.বি. স্কুলে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

এই প্রকল্পের আওতায় ৫০ আসনবিশিষ্ট বালক ও ৫০ আসনবিশিষ্ট বালিকা ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ করা হবে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এডিসি'র এক্সিকিউটিভ সদস্য কমল কলই, মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাঁর বক্তব্যে বলেন, "শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সরকার পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত এলাকার জনগণকে শিক্ষার মূল ধারায় আনার জন্য সচেষ্ট। এডিসি'র উন্নয়নের পথ শিক্ষার মাধ্যমে যায়। ছেলে-মেয়েদের যদি শিক্ষিত করে তোলা যায়, তবেই ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলির কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে এই ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হচ্ছে, যা ওই এলাকার শিশুদের শিক্ষাজীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার পাহাড়ি জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

আমবাসায় অনুষ্ঠিত "উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক প্রোগ্রাম (গঙ্গানগর)" এবং "উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা প্রোগ্রাম (ধলাই)"—এর সফল সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ২৯ জুলাই: ধলাই জেলার আমবাসা টাউনে আজ এক গৌরবময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো "উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক প্রোগ্রাম (গঙ্গানগর)" এবং "উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা প্রোগ্রাম (ধলাই)"—এর সফল সমাপ্তি। একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় উন্নয়নমূলক উদ্যোগ 'আকাশ হাট'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ধলাই জেলা পরিষদের সভানেত্রী শ্রীমতী সুস্মিতা দাস, বিধায়ক শ্রী সম্ভু লাল চাকমা এবং এমডিসি ভূমিকা নন্দ রিয়াং। এছাড়াও অনুষ্ঠানটি গণ্যমান্য অতিথি ও বিভিন্ন স্তরের সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য, শিশু ও সমাজকল্যাণ খাতের নিরলস কর্মীদের, বিশেষত আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহ-সহায়তাকারী দলের সদস্যদের সম্মানিত করা হয়।

তাঁদের নিরবিচারে সেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রদত্ত এই স্বীকৃতি তাঁদের দায়িত্ব পালনে আরও অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে সকলে আশা প্রকাশ করেন।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাঁর বক্তব্যে বলেন, "এই ধরনের উদ্যোগ শুধু সমাজসেবীদের মান্যতা দেয় না, বরং তাঁদের আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। 'আকাশ হাট' স্থানীয় শিল্পীদের ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য একটি স্থায়ী বিপণন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে, যা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশে সহযোগিতা করবে।"এই অনুষ্ঠানটি ধলাই জেলার প্রশাসনিক ও সমাজসেবামূলক ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করল বলে অভিমত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

উজান মাছমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবনির্মিত হোস্টেল ভবনের শিলান্যাস সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৯ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত উজান মাছমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো দাজগুয়া হোস্টেল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর। বালক ও বালিকাউভয় বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে নির্মিত এই হোস্টেল ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৫৯ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। তাঁর সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নেন ত্রিপুরা ট্রাইবল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল-এর এমডিসি স্বপ্না রানী দাস, লালজুরি ব্লক চেয়ারপার্সন অজন্তা কুমার চৌধুরী এবং শিক্ষা দপ্তরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকবৃন্দ। মন্ত্রী শান্তনা চাকমা এ উপলক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, লালজুরি ব্লকে এমন দুটি হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা আরও বেশি গতি ও মান অর্জন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, এই হোস্টেল নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়গামী প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যাওয়ার কষ্ট কমবে এবং শিক্ষা গ্রহণে তারা আরও মনোযোগী হতে পারবে। জনজাতি এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে অঙ্গীকারবদ্ধ, এ উদ্যোগ তারই একটি বাস্তব প্রতিফলন।

াঙ্গন

অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে বিসিসি-কে হারিয়ে ১ম জয়ের স্বাদ পেয়েছে পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে পোলস্টার ক্লাব। টিসিএ-র উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে নিজেদের প্রথম ম্যাচটি ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বিরুদ্ধে বৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত ঘোষণায় দুই দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচ হলেও রিজার্ভ ডে-র খেলায় পোলস্টার আজ, মঙ্গলবার বিসিসি-কে আট উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে প্রথম জয় পেয়েছে। পক্ষান্তরে বিসিসি-র পক্ষে এটি লাগাতর দ্বিতীয় পরাজয়।

পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকালে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিসিসি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ৫০ ওভারের খেলায় ২৩ ওভার খেলে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব সাকূল্যে ৪৯ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। দলের পক্ষে বিশাল সরকার সর্বাধিক ১৮ রান পায়। পোলস্টারের দেবজিত দেবনাথ নয় রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়।

এছাড়া, অর্পিত দেবনাথ ছয় রানে এবং রায়হান আহমেদ আরমান ১৮ রানের বিনিময়ে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টারের প্রারম্ভিক ব্যাটার্সরা বিশেষ করে আকাশ সরকার ও আয়ুষ দেবনাথ এর তৃতীয় উইকেটের জুটি দলকে সহজ জয় এনে দেয়। ১০.৩ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে পোলস্টার জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। আকাশ সরকার ১৮ রানে এবং আয়ুষ দেবনাথ নয় রানে অপরাজিত থেকে দলকে সহজেই জয় এনে দেয়। পোলস্টারের বোলার দেবজিৎ দেবনাথ দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

টিসিএ-র সিনিয়র মহিলা স্টেট মিটে ১ রানে মোহনপুরের রোমাঞ্চকর জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলা স্টেট মিটের একটি উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে, যেখানে মোহনপুর মহিলা ক্রিকেট দল এক রানের শ্বাসরুদ্ধকর ব্যবধানে খোয়াই মহিলা ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে তাদের প্রথম জয়ের স্বাদ লাভ করে। ৫০ ওভারের নির্ধারিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে মোহনপুর দল সব উইকেট হারিয়ে ৩৭.২ ওভারে তোলে ১১০ রান। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন দীপিকা পাল, যিনি ৮৪ বল মোকাবিলা করে ২৫ রানের সংগ্রহ করেন। খোয়াই দলের হয়ে বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান হিরামনি গৌর, তিনি ১০ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ৩টি উইকেট তুলে নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই মহিলা দল ৪৮.৪ ওভারে অলআউট হয়ে যায় ১০৯ রানে, মাত্র এক রানে হেরে যায় ম্যাচটি। খোয়াই দলের হয়ে দেবাদৃতা দেব ২০(৯২) ও দীপা নমঃ দাস ১৮(৭৭) রানের সংগ্রহ করেন। মোহনপুরের হয়ে বোলিংয়ে উজ্জ্বল ছিলেন রুম্পা সরকার (১০-০-২৬-২), নীহারিকা নমঃ (২.৪-০-৭-২), এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ মধুমিতা সরকার।

ম্যাচের নাটকীয় মোড় এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা দর্শকদের মন জয় করে। মোহনপুর মহিলা দলের জন্য এই জয় নতুন আত্মবিশ্বাসের জ্বালানি হিসেবে কাজ করবে, আর টুর্নামেন্টে তাদের অবস্থানকে আরো দৃঢ় করবে।

‘ভারতের এই দলকে হারানো কঠিন, এত চেষ্টা করেও পারলাম না,’ ম্যাচের সেরা হয়েও মনখারাপ স্টোকসের

পর পর দুই টেস্টে ম্যাচের সেরা হয়েছেন বেন স্টোকস। লর্ডসে ম্যাচের সেরা হয়ে তিনি যতটা আনন্দ পেয়েছিলেন, ম্যাঞ্চেস্টারে ততটাই হতাশ হয়েছেন। কারণ একটাই। ম্যাচ জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। অনেক চেষ্টা করেও ভারতকে হারাতে পারেনি তারা। তাই মনখারাপ স্টোকসের। এই পুরস্কারের কোনও মূল্যই তাঁর কাছে নেই।ভারতের প্রথম ইনিংসে বল হাতে ৫ উইকেট ও পরে ব্যাট হাতে শতরানের জন্য ম্যাচের সেরা হয়েছেন স্টোকস। সেই পুরস্কার নিতে গিয়ে তিনি বলেন, “একজন অলরাউন্ডারের কাছে আসল গুরুত্ব পায় খেলার ফল। যদি জিততে পারতাম, তা হলে এই পুরস্কারের গুরুত্ব ছিল। জিততে পারিনি। এর কোনও দাম নেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভারতকে হারাতে পারিনি।”

ভারতের থেকে প্রথম ইনিংসে ৩১১ রানে এগিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। সিরিজে হারের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৩ ওভার ব্যাট করেছে ভারত। ইংল্যান্ড মাত্র ৪ উইকেট তুলতে পেরেছে। ভারতের এই লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন স্টোকস। তিনি বলেন, “ওয়াশিংটন ও জাডেজা যে ভাবে খেলল তা অসাধারণ। দু’-এক বার মনে হয়েছিল জেতার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভারতের এই দলকে হারানো কঠিন। ওরা সেটা প্রমাণ করেছে। আমরা সব রকম চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওদের হারাতে পারিনি। ওরা পঞ্চম দিনের চাপ সহ্য করেছে।”

পঞ্চম দিন ইংল্যান্ডের জয়ের সুযোগ তৈরি করেছিলেন স্টোকসই। ৯০ রানের মাথায় লোকেশ রাহুলকে আউট করেন তিনি। শুভমন গিলকেও কয়েক বার সমস্যায় ফেলেন স্টোকস। কিন্তু জাডেজা ও ওয়াশিংটনকে পারেননি। তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন ইংরেজ অধিনায়ক। তিনি বলেন, “ডানহাতি ব্যাটারদের জন্য পিচে অসমান বাউন্স ছিল। সেটা কাজে লাগাচ্ছিলাম। কিন্তু বাঁহাতিদের জন্য সেটা ছিল না। তাই ওদের সমস্যায় ফেলতে পারিনি। উইকেটে তৈরি হওয়া রাফের (জুতোর আঘাত পিচের মাটি খুঁড়ে যাওয়া) সুযোগও নিতে পারিনি। বল পুরনো হয়ে যাওয়ার পর পিচ থেকে তেমন সুবিধাও পাচ্ছিলাম না।”দুই ইনিংস মিলিয়ে ২৫৭ ওভার বল করেছে ইংল্যান্ড। দলের চার পেসারকে অনেক বল করতে হয়েছে। তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেটা বোলারদের শরীরী ভাষা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সেই জন্য শেষ দিকে দুই পার্ট টাইম বোলার জো রুট ও হ্যারি ব্রুকের হাতে বল তুলে দেন স্টোকস। তিনি বলেন, “এই টেস্টে বোলারদের শরীরের উপর প্রচুর ধকল গিয়েছে। তাই শেষ দিকে ঝুঁকি নিতে চাইনি। ডসনও অনেক বল করেছে। আমি চাইনি বোলারদের চোট লাগুক। বোলারেরা শারীরিক ভাবে কোন জায়গায় আছে তা দেখতে হবে। তার পরেই পরের টেস্টের দল ঠিক করব।” টেস্টে পঞ্চম দিন শেষ এক ঘণ্টায় ১৫ ওভারের খেলা বাকি ছিল। তখনও ক্রিজে জাডেজা ও ওয়াশিংটন। ভারতের লিড তখন ৭৫ রান। স্টোকস বুঝে গিয়েছিলেন, ভারতের বাকি ছয় উইকেট ফেলে আর এই ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। তাই তিনি ড্রয়ের প্রস্তাব দিতে যান। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ভারতের দুই ব্যাটার। ইংরেজ অধিনায়কের এই প্রস্তাবের সমালোচনা হয়েছে। যদিও ম্যাচ শেষে এই বিষয়ে স্টোকসকে কোনও প্রশ্ন করা হয়নি। তিনিও আর কথা বাড়াতে চাননি।

‘গম্ভীরের বড় বড় কথা বলা উচিতই নয়, গলা নামিয়ে কথা বলুক!’ কোচকে সতর্ক করলেন মঞ্জরেকর

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে গৌতম গম্ভীরের দল নির্বাচন ও পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর বেশ কিছু সিদ্ধান্তের সমালোচনা হচ্ছে। এই টেস্টেই সিরিজ হেরে যেতে পারত ভারত। কিন্তু ১৪৩ ওভার ব্যাট করে ম্যাচ বাঁচিয়েছেন ব্যাটারেরা। তার পরে সাংবাদিক বৈঠকে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন গম্ভীর। তাঁর কথা বলার ধরনে খুশি নন সঞ্জয় মঞ্জরেকর। তাঁর মতে, অনেক ভুল করেও বেঁচে যাচ্ছেন গম্ভীর। ফলে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর বড় বড় কথা বলা উচিত নয় বলে মনে করেন মঞ্জরেকর।

মঞ্জরেকর বলেছেন, গম্ভীরের দল নির্বাচন বা শুভমন গিলের অধিনায়কত্ব নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে তা স্বাভাবিক। সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গলার স্বরে তা দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন গম্ভীর। গম্ভীরকে গলা নামিয়ে কথা বলার পরামর্শ দিয়ে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে মঞ্জরেকর বলেন, “স্বাভাবিক ভাবেই অনেক প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে শুভমনের অধিনায়কত্ব নিয়ে। সত্যি বলতে, এই প্রশ্ন ওঠাই উচিত। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞেরা প্রশ্ন তুলেছেন, ওকে অধিনায়ক করার এটাই কি সঠিক সময় ছিল? গম্ভীরকে সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তা না করে ও বড় বড় কথা বলছে। ওর বড় বড় কথা বলা উচিতই নয়।”

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট শেষে অধিনায়ক শুভমনের প্রশংসা করে গম্ভীর বলেছেন, “শুভমনের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। যাঁদের সন্দেহ আছে তাঁরা ক্রিকেটের কিছু বোঝে না। ওর উপর অধিনায়কত্বের কোনও বোঝা নেই।” মঞ্জরেকর জানিয়েছেন, যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা কেউ ভারতীয় ক্রিকেটের শত্রু নন। এই সহজ বিষয়টা গম্ভীর বুঝতে পারছেন না। মঞ্জরেকর বলেন, “আমি কী ভাবছি বা তোমরা কী ভাবছ, বিষয়টা তা নয়। গম্ভীরকে বুঝতে হবে যে আমরা সকলেই একই দেশের। আমরা সকলেই ভারতীয় ক্রিকেটের ভাল চাই। ওকে বলব, মেজাজ একটু শান্ত করো। কঠিন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করো। কিন্তু ও সেটা করবে কি না, তা জানি না।”

ভারতের দল নির্বচন নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। কেন করুণ নায়ারের বদলে সাই সুদর্শনকে খেলানো হয়েছে? কেন কুলদীপ যাদবকে বাইরে রেখে অংশুল কম্বোজকে প্রথম একাদশে রাখা হয়েছে? সেই সব প্রশ্নের জবাবে গম্ভীর বলেছেন, “আমরা কাউকে বাদ দিইনি। শুধু সেরা একাদশটা বেছেছি। আমাদের মনে হয়েছে ইংল্যান্ডের এই বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে তিন নম্বরে এক জন বাঁহাতি ব্যাটার দরকার। কম্বোজকে আমরা নিয়েছিলাম কারণ আমাদের মনে হয়েছিল ইংল্যান্ডের মেঘলা আবহাওয়ায় ও ভাল বল করবে।” গম্ভীরের এই যুক্তি মানতে পারছেন না মঞ্জরেকর। তাঁর মতে, অনেক ভুল করেছেন ভারতের কোচ। মঞ্জরেকর বলেন, “ওর পরিকল্পনায় অনেক গলদ রয়েছে। নিউ জিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে চুনকাম, তার পর অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এই দলটা লড়াই করছে। তাই এত ভুল করেও গম্ভীর বেঁচে যাচ্ছে। ও বলছে করুণকে বাদ দেওয়া হয়নি। সকলে দেখতে পাচ্ছে ও বাদ পড়েছে। এই সব কথার কোনও মানে নেই। ওর উচিত অন্তত ঠিক দলটা নির্বাচন করা।”

বুমরাহ কি পঞ্চম টেস্টে খেলবেন? ধোঁয়াশা রেখে দিলেন গম্ভীর-গিল

চার তারকার মহাকাব্যিক ব্যাটিংয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে ম্যাচ বাঁচিয়ে নিয়েছে ভারত। তবে, সিরিজে এখনও ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে টিম ইন্ডিয়া। শুভমানদের সামনে এখন ওভালে জিতে সিরিজের সমতা ফেরানোই লক্ষ্য। কিন্তু প্রতি টেস্টের শেষে যে প্রশ্নটা গোটা ইংল্যান্ড সিরিজ জুড়ে, তা আবারও উঠল। ওভালে কি খেলবেন জশপ্রীত বুমরাহ? এ ব্যাপারে ধোঁয়াশা রেখে দিলেন গৌতম গম্ভীর এবং শুভমান গিল।

চতুর্থ টেস্টের শেষে গম্ভীর বলেন, “আমাদের সব ফাস্ট বোলারই ফিট। চোট-আঘাতের কোনও আশঙ্কা নেই। শেষ টেস্টের জন্য দল গঠন নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আলোচনা হয়নি। বুমরাহ খেলবে কি না, তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত যেই খেলুক না কেন, তারা দেশের জন্য উজাড় করে দেবে।” প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ড সিরিজের আগে জানা গিয়েছিল, ওয়ার্কলোডের কারণে তিনটির বেশি টেস্ট খেলবেন না বুমরাহ। সেই তিনটি টেস্ট ইতিমধ্যেই খেলে ফেলেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে ওভালে ৩১ বছর পেসার খেলেন কি না, সেটাই দেখার।অন্যদিকে, বুমরাহর ব্যাপারে ভারত অধিনায়ক শুভমান বলেন, “ও খেলবে কি না, তা জানতে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।” ম্যাঞ্চেস্টারে দ্বিতীয় ইনিংসে একটা সময় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল ভারতের। ০ রানে দু’টি উইকেট খুইয়ে পরাজয়ের সিঁদুরে মেঘ দেখতে পাচ্ছিল টিম ইন্ডিয়া।

প্রেসক্লাবের স্পোর্টস ফেস্ট-এর ৪টি ইভেন্টের ক্রীড়াসূচি ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রেসক্লাবের স্পোর্টস ফেস্ট-এর আরো চারটি ইভেন্টের দিনক্ষণ স্থির হয়েছে। ক্যারাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ২রা আগস্ট। টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ৩ আগস্ট। ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ২৩ ও ২৯ আগস্ট। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট লুডো প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার স্পোর্টস সাব কমিটির বিশেষ বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ২রা আগস্ট, বেলা বারোটায় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ সাংবাদিক সদস্যদের মধ্যে ক্যারাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। একইভাবে ৩ আগস্ট বেলা ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা। আগের দিন পর্যন্ত নাম জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে প্রতিযোগিতার দিন খেলোয়াড়দের অবশ্যই বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করতে হবে। উল্লেখ্য, স্পোর্টস ফেস্ট-এর অঙ্গ হিসেবে ক্যারাম ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, সহ-সম্পাদক কমল চৌধুরী, অভিষেক দে, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। সবকটি ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য সাংবাদিক সদস্যদের নাম জমা দিতে বলা হচ্ছে। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনর অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

আবারও ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড

দুই বছর আগে মেয়েদের ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হয়ে স্পেনের কাছে শিরোপা হাতছাড়া করেছিল ইংল্যান্ড। খুব কাছে গিয়ে শিরোপা হাতছাড়া করার সেই যন্ত্রণা ইংলিশদের তাড়া করেছে অনেক দিন। তবে গতকাল রাতে সেই কষ্ট কিছুটা হলেও ভুলতে পেরেছে ইংল্যান্ড।

মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কাল স্পেনকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতেছে ইংল্যান্ডের মেয়েরা। নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ম্যাচ ১-১ গোলে সমতায় ছিল। পরে টাইব্রেকারের ভাগ্য নির্ধারণে ৩-১ গোলে জেতে ইংলিশরা। ইউরোতে ইংল্যান্ডের আগে টানা শিরোপা জেতার কৃতিত্ব ছিল জার্মানির। ১৯৯৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৬ বার শিরোপা জিতেছিল জার্মান মেয়েরা।

সুইজারল্যান্ডের বাসেলে গতকাল শুরুতে ধাক্কা খায় ইংল্যান্ড। ম্যাচের ২৫ মিনিটে মারিওনা কালদেন্তের গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। ওনা ব্যাটলের ক্রসে হেডে দারুণ এক গোল করেন কালদেন্তে। এ সময় বল-দখল ও আক্রমণেও এগিয়ে ছিল স্প্যানিশ মেয়েরা। ফলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয় ইংল্যান্ডকে।

বিরতির পর ৫৭ মিনিটে ইংল্যান্ডকে ম্যাচে ফেরান অ্যালেসিয়া রুসো। হেডে গোল খাওয়ার জবাবটা ইংল্যান্ড হেডে গোল করেই দেয়। বক্সের বাইরে থেকে ক্লোয়ি কেলির করা ক্রসে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রুসো। এরপর নির্ধারিত সময় এবং অতিরিক্ত সময়ে দুই দল চেষ্টা করেও আর কোনো গোলের দেখা না পেলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে প্রথম চার শটের তিনটিতেই গোল করতে ব্যর্থ হয় স্প্যানিশ মেয়েরা। যেখানে ইউরোর সেরা খেলোয়াড় এবং ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকা আইতানা বোনমাতিও আছেন।

সিনিয়র মহিলা স্টেট মিটে প্রিয়াঙ্কার ৫ উইকেট, তেলিয়ামুড়ার দুর্ধর্ষ জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলা স্টেট মিটের একটি একপেশে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে, যেখানে তেলিয়ামুড়া মহিলা ক্রিকেট দল ২২৭ রানের বিশাল ব্যবধানে কৈলাশহর মহিলা দলকে পরাজিত করে টুর্নামেন্টে তাদের প্রথম জয় তুলে নেয়।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি ২৩ ওভারে সীমাবদ্ধ করা হয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তেলিয়ামুড়া দল ঝড়ো ইনিংস খেলে নির্ধারিত ২৩ ওভারে সংগ্রহ করে ২৩৬ রান ৭ উইকেট হারিয়ে। দলের হয়ে ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ অবদান রাখেন সেবিকা দাস, যিনি ৫৮ বলে ৭৬ রান করেন, যেখানে ছিল ৮টি চার ও ২টি ছক্কা। পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা দাস ২৪(৫২) ও মমিতা দেব ২৩(৩১) রান করেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে কৈলাশহর মহিলা দল তেলিয়ামুড়ার বোলিং আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। মাত্র ১২.৫ ওভারে ৯ রানেই অলআউট হয়ে যায় তারা। তেলিয়ামুড়ার হয়ে বল হাতে আগুন ঝরান প্রিয়াঙ্কা দাস, যিনি ১৩.৫ ওভারে ৬ রান দিয়ে তুলে নেন ৫টি উইকেট। সেবিকা দাস বল হাতেও অনবদ্য, ৩ ওভারে কোনো রান না দিয়ে শিকার করেন ২টি উইকেট।

এই অসাধারণ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন সেবিকা দাস। তেলিয়ামুড়ার এই জয় শুধু টুর্নামেন্টে তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করল না, বরং গোটা দলের আত্মবিশ্বাসকেও আকাশচুম্বী করে তুলল।

‘১০ রান না করলে কিছু বদলে যেত না!’, ম্যাঞ্চেস্টারে শেষবেলার বিতর্ক নিয়ে যুক্তি ইংরেজ অধিনায়কের

ছক কষেই কি ড্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বেন স্টোকস? তিনি কি চাননি রবীন্দ্র জাডেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দরের শতরান হোক? ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট শেষ হয়ে গেলেও এই বিষয়ে বিতর্ক এখনও থামেনি। তার পরেও নিজের অবস্থান বদলাচ্ছেন না তিনি। যুক্তি দিয়েছেন ইংরেজ অধিনায়ক। স্টোকসের মতে, ১০ রান না করলে কিছু বদলে যেত না।

ম্যাঞ্চেস্টারে শেষ দিন ৬৫ ওভারের বেশি ব্যাট করেছেন জাডেজা ও ওয়াশিংটন। তাঁদের ব্যাটে সসম্মানে ম্যাচ বাঁচিয়েছে ভারত। দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের মতে, দুই ব্যাটারেরই শতরান প্রাপ্য ছিল। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, “কেউ যদি ৯০ বা ৯৫ রানে ব্যাট করে তা হলে তাঁকে সেঞ্চুরি করতে দেওয়া কি উচিত নয়?” কিন্তু স্টোকস তা মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, দলকে বাঁচানোই আসল। শতরানের আলাদা করে কোনও গুরুত্ব সেখানে নেই।

স্টোকস প্রশংসা করেছেন দুই ভারতীয় ব্যাটারের ইনিংসের। তাঁর মতে, ম্যাচ বাঁচানোর তৃপ্তির থেকে শতরান বড় নয়। খেলা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে এই বিষয়ে স্টোকস বলেন, “ভারত চাপে ছিল। আমরা জেতার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু ওদের জুটি আমাদের আটকে দিল। জাডেজা ও ওয়াশিংটন দুর্দান্ত খেলেছে। আমার মনে হয়, কঠিন পরিস্থিতিতে ৮০-৯০ অপরাজিত থেকে দলকে বাঁচিয়ে মাঠ ছাড়ার থেকে বেশি তৃপ্তি শতরান দিতে পারে না। তোমরা দলের জন্য কী করেছ দেখো। তোমরাও জানো, ১০ রান না করলে কিছু বদলে যেত না। যে কঠিন পরিস্থিতি থেকে তোমরা সিরিজ হারের হাত থেকে দলকে বাঁচিয়েছ, তার গুরুত্ব শতরান দিয়ে মাপা যায় না।”

স্টোকসের ড্রয়ের প্রস্তাবের পর নিজেদের শতরান করতে মাত্র তিন ওভার নেন জাডেজা ও স্টোকস। সেই সময়টুকু বল করলে কোনও সমস্যা হত না ইংল্যান্ডের। তা হলে কেন ড্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন স্টোকস? তারও জবাব দিয়েছেন ইংরেজ অধিনায়ক। তিনি বলেন, “আমাদের বোলারেরা অনেক চেষ্টা করেছে। নিজেদের সবটা দিয়েছে। যদি জেতার সুযোগ থাকত তা হলে খেলা চালিয়ে যেতাম। কিন্তু যখন দেখলাম, ড্র ছাড়া অন্য কিছু হবে না, তখন আর দলের পেসারদের উপর চাপ দিতে চাইনি। আমি চাইনি বল করতে গিয়ে ওরা চোট পাক। তাই ১৫ ওভার আগে ড্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম।”

ভারত খেলা চালিয়ে যেতে চাওয়ায় দুই পার্ট টাইম স্পিনার জো রুট ও হ্যারি ব্রুকের হাতে বল তুলে দেন স্টোকস। তবে তাঁদেরও তিনি বলে দিয়েছিলেন, শরীরের উপর অতিরিক্ত চাপ না দিতে। স্টোকস বলেন, “গোটা টেস্টে একমাত্র ব্রুক বল করেনি। তাই ওকে বল দিয়েছিলাম। সঙ্গে রুটও বল করছিল। তবে ওদের বলে দিয়েছিলাম, বেশি চেষ্টা করার কোনও দরকার নেই। কোনও রকমে ওভার শেষ করতে হবে। কারণ, বল না করলেও দু’দিন ওদের ফিল্ডিং করতে হয়েছে। ওদেরও ধকল কম হয়নি। আমি শুধু নিজের ক্রিকেটারদের শরীরের কথা ভেবেছি।”

দিব্যার আক্রমণের পাল্টা হাম্পির অভিজ্ঞতা, দাবা বিশ্বকাপ ফাইনালের দ্বিতীয় গেমও ড্র, টাইব্রেকারে হবে ফয়সালা

সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হচ্ছে মহিলাদের দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে। দুই রাউন্ডের পরেও আলাদা করা গেল না দিব্যা দেশমুখ ও কোনেরু হাম্পিকে। দুটো গেমই ড্র হয়েছে। ফলে সোমবার টাইব্রেকারে হবে ফয়সালা। সেখানেই ঠিক হয়ে যাবে ভারতের প্রথম মহিলা দাবাড়ু হিসাবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কে হবেন। ফাইনালে পর পর দু’দিন দুটো ক্লাসিক্যাল গেম হয়েছে। ক্লাসিক্যালে প্রথম ৪০ চালের জন্য ৯০ মিনিট সময় পান দাবাড়ুরা। তার পর আরও ৩০ মিনিট সময় দেওয়া হয়। প্রতি চালের পর ঘড়িতে ৩০ সেকেন্ড করে সময় বেড়ে যায়। শনিবার প্রথম গেমে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেছিলেন দিব্যা। ফলে রবিবার সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেন হাম্পি। দাবায় সাদা ঘুঁটি নিয়ে যিনি খেলেন তিনিই সাধারণত সুবিধা পান। কিন্তু হাম্পি শুরুতে কিছুটা রক্ষণাত্মক খেলেন।

‘এ০৬ জুকারটর্ট ওপেনিং’ দিয়ে শুরু করেন হাম্পি। দিব্যার তুলনায় তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। নিজের অর্ধেক বয়সি (দিব্যার বয়স ১৯, হাম্পির ৩৮) প্রতিযোগীর বিরুদ্ধেও শুরুতে ঝুঁকি নিতে চাননি হাম্পি। তুলনায় দিব্যা অনেক বেশি আক্রমণাত্মক চাল দিতে থাকেন। ফলে প্রথম দিকে চাল দিতে সময় লাগছিল হাম্পির। প্রাথমিক চাপ সামলে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে খেলায় ফেরেন হাম্পি।

তিনিও দিব্যাকে বাধ্য করেন সময় নিতে। ফলে দুই খেলোয়াড়ের ঘড়িতেই সময় কমছিল। তার পরেও দিব্যা চেষ্টা করছিলেন খেলার ফয়সালা করতে। তিনি আক্রমণ থেকে সরেননি। কয়েক বার ঝুঁকিও নেন। কিন্তু হাম্পির খেলার ধরন বদলায়নি। ৩৪ চালের পর দুই প্রতিযোগীই ড্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে দুই রাউন্ডের পর তাঁদের দু’জনেরই পয়েন্ট ১।

প্রথম দুই গেম ক্লাসিক্যাল হলেও টাইব্রেকার হবে র‌্যাপিড ও ব্লিৎজ ফরম্যাটে।

প্রথমে দুই প্রতিযোগীর মধ্যে দুটো ১০ মিনিটের র‌্যাপিড গেম হবে। তাতে খেলার ফয়সালা না হলে তার পর দুটো ৫ মিনিটের র‌্যাপিড গেম হবে।

তাতেও যদি জয়ী না পাওয়া যায়, তখন দুটো ৩ মিনিটের ব্লিৎজ গেম হবে। এই ছ’টা গেমের পরও ফয়সালা না হলে একের পর এক ব্লিৎজ গেম চলতেই থাকবে যত ক্ষণ না এক জন জেতেন।

নিষেধাজ্ঞায় খেলতে পারেননি মেসি

লিওনেল মেসি আজও ইন্টার মায়ামির ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। তবে খেলোয়াড় হিসেবে নয়। সিনসিনাটির বিপক্ষে মেসিকে থাকতে হয়েছে দর্শক হিসেবে। গ্যালারিতে বসে দলের ড্র করা দেখতে হয়েছে তাঁকে।

মেসি ও জর্দি আলবা আজ খেলতে পারেননি অল স্টার ম্যাচে না খেলে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ায়। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) এমন সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন ইন্টার মায়ামির কোচ হাভিয়ের মাচেরানো। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, এটি অ্যাওয়ে ম্যাচ হলে এমএলএস কর্তৃপক্ষ একই সিদ্ধান্ত নিতে পারত কি না।গত ৩০ এপ্রিল থেকে মায়ামির প্রতিটি ম্যাচেই ৯০ মিনিট করে খেলেছেন ৩৮ বছর বয়সী মেসি। গত ১৪ জুন থেকে খেলেছেন ৯ ম্যাচ, এর মধ্যে ৪টি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে। সর্বশেষ গত ২৭ এপ্রিল মায়ামির ম্যাচে মেসিকে দেখা যায়নি। এর পর থেকে ক্লাবের কোনো ম্যাচ মিস করেননি আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।এ ছাড়া অল স্টার ম্যাচে খেলার কথা ছিল মেসির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলেননি। এমএলএসের নিয়ম অনুযায়ী, অল স্টার ম্যাচে লিগ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেউ অংশ না নিলে পরবর্তী ম্যাচে তাঁকে খেলতে দেওয়া হয় না। সে নিয়মেই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে মেসিকে। একই কারণে আলবাকেও।তবে এমন নিয়মে খুবই বিরক্ত মাচেরানো। ঘরের মাঠে আজ সিনসিনাটির সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ের পর এই আর্জেন্টাইন বলেছেন, ‘আমি এখানে লিগের সমালোচনা করতে আসিনি বা নিয়ম বদলাতে চাই না। তবে এই ঘটনা নিয়ে আমার একটা মতামত আছে। আমি এমন সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না, একদমই না। তবু আমরা মেনে নিয়েছি। তবে আমার একটা প্রশ্ন, আজকের ম্যাচটা যদি অ্যাওয়ে হতো (সিনসিনাটির মাঠে), তাহলেও কি লিও খেলতে পারত না? কারণ, যখন স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শক থেকে টাকা আসে, তখন তো কেউ কিছু বলে না, তাই না? আসল বিষয় হলো, আজকের ম্যাচটা ছিল হোমে। এটা আপনাদের বিবেচনায় ছেড়ে দিলাম।’অল স্টার ম্যাচের আগে এমএলএস কমিশনার ডন গারবার স্বীকার করেছিলেন যে

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ভার্চুয়ালি ৬টি জনজাতি ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ ভার্চুয়ালি ৬টি জনজাতি ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পিএম জনমন এবং ধরতি আবা জনভাগিদারী গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান স্কিমে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই নতুন ছাত্রাবাসগুলি নির্মাণ করা হবে। বগাফা ব্লকের গোবিন্দবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, নারাইফাং উচ্চ বিদ্যালয় (ছেলে ও মেয়েদের জন্য)-২টি বিনয় প্রাসাদ পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং জোলাইবাড়ি ব্লকের কৃষ্ণরাম পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে (ছেলে ও মেয়েদের জন্য) আলাদা ২টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে। প্রত্যেকটি ছাত্রাবাস নির্মানে ব্যয় করা হবে প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা করে।

ছাত্রাবাস নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় কোয়াইফাং কমিউনিটি হলে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। প্রধান অতিথির ভাষণে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, শিক্ষার প্রসার ছাড়া কোনও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনজাতিদের শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। রাজ্যে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পাশাপাশি জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে ছাত্রাবাস। প্রধানমন্ত্রী জনমন কর্মসূচিতে রাজ্যে ২৭টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে। একলব্য স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে ২১টি করা হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত যাতে পৌছায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জোলাইবাড়ি বিএসি''র চেয়ারম্যান অশোক মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহাম্মদ সাজ্জাত পি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শিক্ষা আধিকারিক দিলীপ দেববর্মা, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত প্রমুখ। এছাড়াও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অন্য অনুষ্ঠানগুলিতে আলাদা আলাদাভাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক মাইলায়ু মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, বগাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং প্রমুখ।

মোহনপুর: হেজামারা ব্লকে পূর্ব তমাকারি এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত রাধানগর হাই স্কুলের ছাত্রাবাসের আজ ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ৫০ আসন বিশিষ্ট এই ছাত্রাবাস নির্মাণে ব্যয় হবে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। শিলান্যাস উপলক্ষ্যে রাধানগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসি''র কার্যনির্বাহী সদস্য (শিক্ষা) রবীন্দ্র দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, হেজামারা বিএসি''র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা এবং ভাইস চেয়ারম্যান নীহার রঞ্জন দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, হেজামারা ব্লকের বিডিও মানস মুড়াসিং প্রমুখ। এডিসি''র কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাজ্য সরকার এবং এডিসি''র বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কথা তিনি তুলে ধরেন।

করবুকঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান প্রকল্পে ভার্চুয়ালি করবুক মহকুমার পিএমশ্রী প্রহ্লাদ সর্দারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে দুটি ছাত্রাবাসের (ছেলে ও মেয়েদের জন্য) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রত্যেকটি ছাত্রাবাস নির্মাণে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা করে ব্যয় করা হবে। এ উপলক্ষ্যে পিএমশ্রী প্রহ্লাদ সর্দারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সঞ্জয়মানিক ত্রিপুরা, করবুক ব্লকের বিএসি''র ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা, করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া, করবুক বিদ্যালয় পরিদর্শক দামুদর ত্রিপুরা, পিএমশ্রী প্রহ্লাদ সর্দারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিনয় চাকমা, বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান সপ্তম কিরণ জমাতিয়া, সমাজসেবী হিরন্ময় ত্রিপুরা, বিশাল দেববর্মা, মণিলাল ত্রিপুরা প্রমুখ।

ট্রাক গাড়ি থেকে দশ কার্টুন শব্দবাজি উদ্ধার

আগরতলা, ২৯ জুলাই : রুটিন যানবাহন তল্লাশির সময় একটি ট্রাক গাড়ি থেকে দশ কার্টুন শব্দবাজি উদ্ধার করে আমতলী থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত শব্দবাজির বাজারমূল্য আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা হবে। এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এএসআই অপূর্ব চক্রবর্তী বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় রুটিন যানবাহন তল্লাশি চালিয়েছিল আমতলী থানার পুলিশ। ওই সময় টিআর০১ভি১৫২৫ নম্বরের একটি ট্রাক গাড়িকে আটক করে। তাতে তল্লাশি চালিয়ে দশ কার্টুন শব্দবাজি উদ্ধার করে। তাতে মোট ১৫৪৬ প্যাকেট শব্দবাজি ছিল। বাজেয়াপ্ত শব্দবাজির বাজারমূল্য আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি।

বক্সনগরে কংগ্রেসে যোগদান, নবাগতদের দলে বরণ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

আগরতলা, ২৯ জুলাই: আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহার হাত ধরে কংগ্রেস দলে যোগদান করলেন বক্সনগরের এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আমিনুল ইসলাম এবং স্থানীয় যুবক মোহম্মদ শাহীন। বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষক সহ এক যুবক তারা বিগতদিনে সিপিআইএম দলের হয়ে কাজ করতেন। আজ তারা সিপিআইএম দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা তাদের পতাকা দিয়ে দলে বরণ বলেন, তারা বক্সনগর বিধানসভা এলাকা থেকে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করার জন্য আজ দলে যোগদান করেছেন। আগামীদিনে তারা কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসুচি ভাবধারা সাধারণ মানুষ পযর্ন পৌঁছে দেবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস সভাপতি।

মঙ্গলবার ১৮ .সূর্যমণিনগর বিধানসভা মন্ডলের অন্তর্গত, কীঠালতলি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মধুবন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাদক কারবারি ও মাদসসেবনের বিরুদ্ধে রামপ্রসাদ পালের নেতৃত্বে এক জনসচেতনতা পদযাত্রা ও পথ অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্য সরকারের লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৯ জুলাই: কাঞ্চনপুরের সুভাষনগর পঞ্চায়েত মাঠে শুরু হয়েছে ৬ দিনব্যাপী আকাঙ্খা মেলা। নীতি আয়োগের অ্যাসপিরেশনাল ব্লক প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসেবে সম্পূর্ণতা অভিযান সম্মান উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলা। এরজন্য তিনি গোটা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছেন। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। সেই লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকার মানুষের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে পণ্য সামগ্রীর গুণগত মানের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে তারা উপকৃত হতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, সমাজের অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়ন হলেই আত্মনির্ভর ভারত ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। রাজ্যের প্রতিটি ব্লক সমানভাবে এগিয়ে গেলেই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে হলে সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন বলেন, জেলার দশদা ও দামছড়া অ্যাসপিরেশনাল ব্লক প্রোগ্রাম কর্মসূচি যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানীয়জল, কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নে ১০০ শতাংশ সফলতার জন্য এই সম্মান সমারোহ ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, দশদা বিএসি''র চেয়ারম্যান উদার রাম রিয়াং, দামছড়া বিএসি''র চেয়ারম্যান উপেন্দ্র রিয়াং, লালজুরি বিএসি''র চেয়ারম্যান অজন্ত কুমার চৌধুরী, টিআরএলএম''র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তড়িৎ কান্তি চাকমা, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক ড. দীপক কুমার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিষ ঠাকুর প্রমুখ। এই মেলায় স্বসহায়ক দল সহ বিভিন্ন দপ্তরের মোট ৫০টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে। মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান মঞ্চে জেলা প্রশাসনের বিভিন্নস্তরের ৩০ জন আধিকারিক সহ কর্মচারীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

১১ কেজি শুকনো গাঁজা সহ গ্রেফতার ২

আগরতলা, ২৯ জুলাই : রুটিন চেকিংয়ে দুই যুবককে কাছ থেকে প্রায় ১১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। সাথে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। এসডিপিও এনসিসি সুব্রত বর্মণ বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় রুটিন চেকিংয়ে বসে পুলিশ। ওই সময় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে। তাদের তল্লাশি প্রায় ১১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। সাথে একটি নম্বর বিহীন পালসার বাইক উদ্ধার করে এবং বাইকের মালিককে থানায় যোগাযোগ করার কথা বলেন। তাদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৪তম প্রয়াণ দিবস পালিত

আগরতলা, ২৯ জুলাই: আজ নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৪তম প্রয়াণ দিবস উদযাপন করেছে এআইডিএসও। এআইডিওয়াইও ও এআইএমএসএস -এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। আজ রাজধানী আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-এর রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্যসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। এদিন বক্তারা বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক ভূমিকা, নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনসহ তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার মূল্যায়ন করেন এবং বর্তমান সমাজে তাঁর আদর্শ অনুসরণের প্রাসঙ্গিকতার উপর আলোকপাত করেন।

বাগমায় বাগমা এগ্রিপ্রোডিউসার্স কোম্পানী লিমিটেড পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু আজ সকালে বাগমায় বাগমা এগ্রিপ্রোডিউসার্স কোম্পানী লিমিটেড-এ বিভিন্ন কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল সেখানে মডেল ইন্টিগ্রেটেট ফার্মিং সিস্টেম পরিদর্শন করেন। সেখানে একত্রে শূকরপালন, মৎস্যচাষ, পোল্ট্রি, মৌমাছি পালন, ছাগল পালন করা হচ্ছে। পরে তিনি দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র, তেল নিষ্কাষণ ইউনিট, বিএপিসিএল মার্ড এবং বিভিন্ন পণ্যের প্রদর্শনী স্টলগুলি ঘুরে দেখেন। তিনি কৃষক ও ফার্মের কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু বলেন, কৃষি ত্রিপুরার প্রাণ শক্তি এবং রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে কৃষি ক্ষেত্রকে লাভজনক রাখতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। তিনি বলেন, বিএপিসিএল পরিচালিত ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম জলবায়ু সহনশীলতা এবং সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের একটি মডেল। জনজাতিদের ক্ষমতায়ণেও এই সংস্থাটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বিএপিসিএল''র ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুদীপ মজুমদারের হাতে পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার চেক তুলে দেন। রাজাপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু বিএপিসিএল''র সম্মেলন কক্ষে কৃষি ব্যবসা এবং আর্থিক ক্ষমতায়ণ বিষয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাখের, নাবার্ডের ত্রিপুরা আঞ্চলিক অফিসের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কটমারি, আরবিআই''র সিনিয়র ম্যানেজার, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, আইসিএআর ও কেভিকে''র বিজ্ঞানীগণ।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও মহকুমা খাদ্য দপ্তরের যৌথ অভিযানঃ স্কুল ক্যান্টিনে বিদেশি খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৯ জুলাই: ধলাই জেলার আমবাসা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ফুড সেফটি অফিসার বিজয় ভট্টাচার্য ও আমবাসা মহকুমা খাদ্য দপ্তরের ইনস্পেক্টর জুয়েব বেটু-এর নেতৃত্বে ২৮ জুলাই গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লালছড়ি এলাকার দুটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ক্যান্টিন ও এর সংলগ্ন দোকানসমূহে একটি যৌথ অভিযান করা হয়। এই অভিযানে সেন্ট আর্নল্ড ও সেন্ট জনস স্কুলের ক্যান্টিনসহ আশপাশের দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি উৎপাদিত প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী (বিশেষত মায়ানমারের) উদ্ধার করে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস আইন, ২০০৬ এর সেকশন ২৭ এবং সেকশন ৫২ অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত করা হয়। যেগুলোর গায়ে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লাইসেন্স নম্বর উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ, মূল্য তালিকা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা ছিল না। এই উদ্ধারকৃত সামগ্রীর অধিকাংশই ছাত্রছাত্রীদের জনপ্রিয় খাবার, যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের শুকনো মাছ ভাজা, ফ্রাইড চিকেন, চকোলেট ইত্যাদি যার কোনও রকম ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড নেই। এই সকল সামগ্রী কোনও ধরনের সরকারি অনুমোদন ছাড়াই ক্যান্টিনে বিক্রি হচ্ছিল বলে নিশ্চিত করেছেন উপস্থিত ফুড সেফটি অফিসার। অভিযানে দেখা যায়, বহু সামগ্রীর মধ্যে ব্যবহৃত কোনো খাদ্য উৎপাদানের নাম উল্লেখ নেই এবং তা ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফুড সেফটি অফিসার বিজয় ভট্টাচার্য জানান, অভিযানে উদ্ধারকৃত সমস্ত অননুমোদিত খাদ্য সামগ্রী সরকারি নিয়ম মেনে ধ্বংস করা হবে। অভিযুক্ত ক্যান্টিন ও দোকান মালিকদের নোটিশ প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে জরিমানা অথবা মামলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়াও স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত চলবে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই খাদ্য সামগ্রীসমূহ উত্তর জেলার দামছড়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করে এবং স্থানীয় বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ রোধে প্রশাসন আরও কঠোর নজরদারি চালাবে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও খাদ্য দপ্তর সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করছে, তারা যেন কোনো ধরনের প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী ক্রয় বা গ্রহণের সময় পণ্যের গায়ে মেয়াদ, মূল্য, উৎপাদক ও লাইসেন্স নম্বর যাচাই করে নেন এবং সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে নিকটস্থ খাদ্য দপ্তরে জানান।

সামাজিক মাধ্যমে মাদক পাচারের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলেন বিজেপির প্রাক্তন বুথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৯ জুলাই: মাদক পাচারের অপবাদ তুলে স্বদলীয় চক্রান্তের শিকার হয়েছেন বিজেপির ৫৪নং কদমতলা-কুর্তি মণ্ডলের ৪৮ নং বুথের প্রাক্তন বুথ সভাপতি সৌমেন গোস্বামী। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে ত্রিপুরা রাজ্যের মাদক পাচার চক্রের মূল কান্ডারী বলে চিহ্নিত করে অপপ্রচার চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক বিতর্ক ও চাঞ্চল্য।

জানা যায়, চলতি মাসের গত ১৬ ও ২৪ জুলাই ফেসবুক-সহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সৌমেন গোস্বামীর বিরুদ্ধে মাদক পাচারের গুরুতর অভিযোগে ভিত্তিহীন পোস্ট ও ছবি ছড়ানো হয়। অভিযোগে দাবি করা হয়, বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরায় যে মাদক রাজ্যে প্রবেশ করে এবং রাজ্য থেকে অন্যত্র বেরিয়ে যায় এই সবকিছুর নেপথ্যে রয়েছেন সৌমেন নিজেই। এমনকি কমিশনের বিনিময়ে তিনি এই চক্রটি পরিচালনা করেন বলেও মিথ্যা প্রচার চালানো হয়। এমনি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন সৌমেন গোস্বামী ওরফে কালা।

এদিকে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তিনি আইনের দ্বারস্ত হয়েছেন। এ মর্মে সোমবার রাতে তিনি চুরাইবাড়ি থানায় অভিযুক্ত অভিজিৎ ঘোষ নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশীভূত হয়ে বিজেপিরই কিছু স্থানীয় নেতার মদতেই এই ষড়যন্ত্রে জাল বুনা হয়েছে। এই কুচক্রী দলের উদ্দেশ্যতার ও তার স্ত্রীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্মান ক্ষুণ করা। একাধারে উনার স্ত্রী উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সদস্যা। তিনি বলেন,আমাকে ত্রিপুরার মাদক চক্রের লাইনম্যান হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, অথচ বাস্তবে আমি পাঁচ বছর বুথ সভাপতি ছিলাম এবং বর্তমানে সক্রিয় বিজেপি কর্মী। তাছাড়াও তিনি একজন সমাজসেবী।

তিনি আরও বলেন, 'আমি আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদি আমার বিরুদ্ধে একটিও প্রমাণ মেলে, আমি শাস্তি মাথা পেতে নেব। তবে এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব। প্রয়োজনে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টেও দ্বারস্ত হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এমবিবি কলেজ লেকের পরিযায়ী পাখি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জরুরি আবেদন

আগরতলা,২৯ জুলাই: আগরতলার এমবিবি কলেজ লেক (কলেজ টিলা লেক)-এর পরিযায়ী পাখি ও জীববৈচিত্র্যের উপর এক মারাত্মক পরিবেশগত হুমকির প্রতিবাদে সরব হলেন শিবনগর নিবাসী সুবীর দেববর্মা। মহারাজা বীর বিক্রম লেকের তথাকথিত "পুনরুজ্জীবন"-এর নামে অবৈজ্ঞানিক নির্মাণের ফলে এই প্রাকৃতিক জলাশয়ের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র আজ বিপন্ন। সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে আপত্তি জানানো সত্ত্বেও এই নির্মাণ কাজ চলছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পিপল অফ এনিমেল (পিএফএ)-এর চেয়ারপার্সন নিকট চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন। ওই চিঠিতে তিনি লেখেন, স্থানীয় নাগরিক সমাজের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, যে নির্মাণ কাজ চলছে তা এই গুরুত্বপূর্ণ হ্রদের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা এর বিরোধিতা করেছি বিভিন্ন মাধ্যমে, কিন্তু তবুও নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে।"

স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে সম্মানিত গ্রাহকদের বাড়িতে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ও সরকারি কার্যালয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে।

TRIPURA STATE ELECTRICITY CORPORATION LIMITED ESTD-2004

স্মার্ট মিটার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এবং গ্রাহক বান্ধব। এই মিটার ব্যবহারের ফলে অতিরিক্ত বিল আসার কোন আশঙ্কা নেই বরং এই মিটার ব্যবহারের ফলে বৈধ গ্রাহক অনেক বেশি সচেতন এবং অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

এই স্মার্ট মিটার ব্যবহারের ফলে একজন গ্রাহক মূলত যে সুবিধা গুলি ভোগ করতে পারবেনঃ

- বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়িতে যেভাবে স্মার্ট মিটার বসানো হবে একইভাবে ঐ এলাকায় ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারেও স্মার্ট মিটার বসানো হবে। এরফলে ওই এলাকায় ওভারলোড হচ্ছে কিনা কিংবা ট্রান্সফরমারে কোন গোলযোগ হচ্ছে কিনা তা ওই স্মার্ট মিটার মারফত নিগমের কন্ট্রোল রুমে সরাসরি সংকেত চলে আসবে। এতে করে বিদ্যুৎ নিগম দ্রুত ওই ট্রান্সফর্মার সারাই কিংবা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- সঠিক মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি বিলের সুবিধা। বিদ্যুৎ গ্রাহকের বাড়িতে যত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার হবে স্মার্ট মিটারে তত ইউনিটের ওই রিডিং আসবে। এতে বেশি কিংবা কম রিডিং কোনটাই হবে না, একদম সঠিক রিডিং আসবে।
- মিটার রিডারদের মাধ্যমে বাড়িতে গিয়ে বিল করার আর কোন প্রয়োজন হবে না।
- বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়ির দরজা বন্ধ থাকার ফলে ডোর লক বিল কিংবা সারপ্রাইজ বিল অথবা আনুমানিক বিলের কোন সম্ভাবনা রইল না।
- স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে গ্রাহকরা দৈনন্দিন বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য আগামী ১৫ ই আগস্ট ২০২৫ ইং থেকে নিজের মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে কিংবা অনলাইন পোর্টালে দেখতে পারবেন।
- স্মার্ট মিটার ব্যবহারের ফলে গ্রাহকের বাড়িতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের খবর অতি দ্রুত বিদ্যুৎ নিগমের কাছে পৌঁছে যাবে এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- বিদ্যুৎ গ্রাহক তার মাসিক বাজেট অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করার সুবিধা পাবেন।
- বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো থাকলে সোলার কানেকশন এর ক্ষেত্রে আলাদা করে নেট মিটার লাগানোর আর প্রয়োজন পড়বে না। ওই স্মার্ট মিটারই নেট মিটারের কাজ করবে। যে কারণে সোলার কানেকশন নেওয়ার ক্ষেত্রে আনুমানিক ৫০০০ টাকা সাশ্রয় হয়ে যাবে।
- এরপরেও স্মার্ট মিটার নিয়ে কারো মনে কোনরকম প্রশ্ন থাকলে বা এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে এসে বিস্তারিত জানতে পারেন। যেকোনো গ্রাহক কিংবা যেকোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ কে সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নিগম।
- সবচেয়ে বড় কথা, আপনি যদি একেবারে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে চান, তাহলে আপনি পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনায় সোলার প্লেট বসিয়ে নিন। তাহলে আপনার বিদ্যুৎ বিল একেবারে শূন্যে চলে আসবে। এমনকি বিদ্যুৎ নিগমের কাছ থেকে বিদ্যুৎ বিক্রি করে অর্থ রোজগারের সুযোগও গ্রহণ করতে পারবেন।

ফুয়েল চার্জ

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে বাড়তি টাকা ব্যয় করতে হয়, তা এডজাস্ট করার জন্যই গত এপ্রিল (২০২৫ ইং) মাস থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের সঙ্গে ৭৭.০৮ পয়সা যুক্ত করা হয়।

সাল্ড্রি চার্জ

এটা বিদ্যুৎ ইউনিটে যুক্ত হওয়া একটা সাময়িক চার্জ। অর্থাৎ ফুয়েল চার্জ এপ্রিল (২০২৫ ইং) মাস থেকে লাগু হলেও প্রথম ফুয়েল চার্জ গ্রাহককে দিতে হয় জুলাই মাসের বিল এর সঙ্গে। যেহেতু মাঝখানে এপ্রিল মে জুন মাস এর ফুয়েল চার্জ জমে যায় বকেয়া হিসেবে, সেখানে গ্রাহকদেরকে কিছুটা স্বস্তি দিতে এপ্রিল ও মে মাসের বকেয়া ফুয়েল চার্জ একসঙ্গে না নিয়ে অল্প অল্প করে গ্রাহকদের পরবর্তী বিলে যুক্ত করার নামই হল সান্ড্রি চার্জ। যার অর্ধেক ভাগ জুলাই মাসের বিল এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বকেয়া বাদবাকি অর্ধেক আগামী ছয়টি কিস্তিতে কাটা হবে।

এছাড়াও স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য বিদ্যুৎ নিগমের টোল ফ্রি নম্বর ১৯১২ কিংবা www.tsecl.in দেখতে পারেন।

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas